Contents

দ্বাদশ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

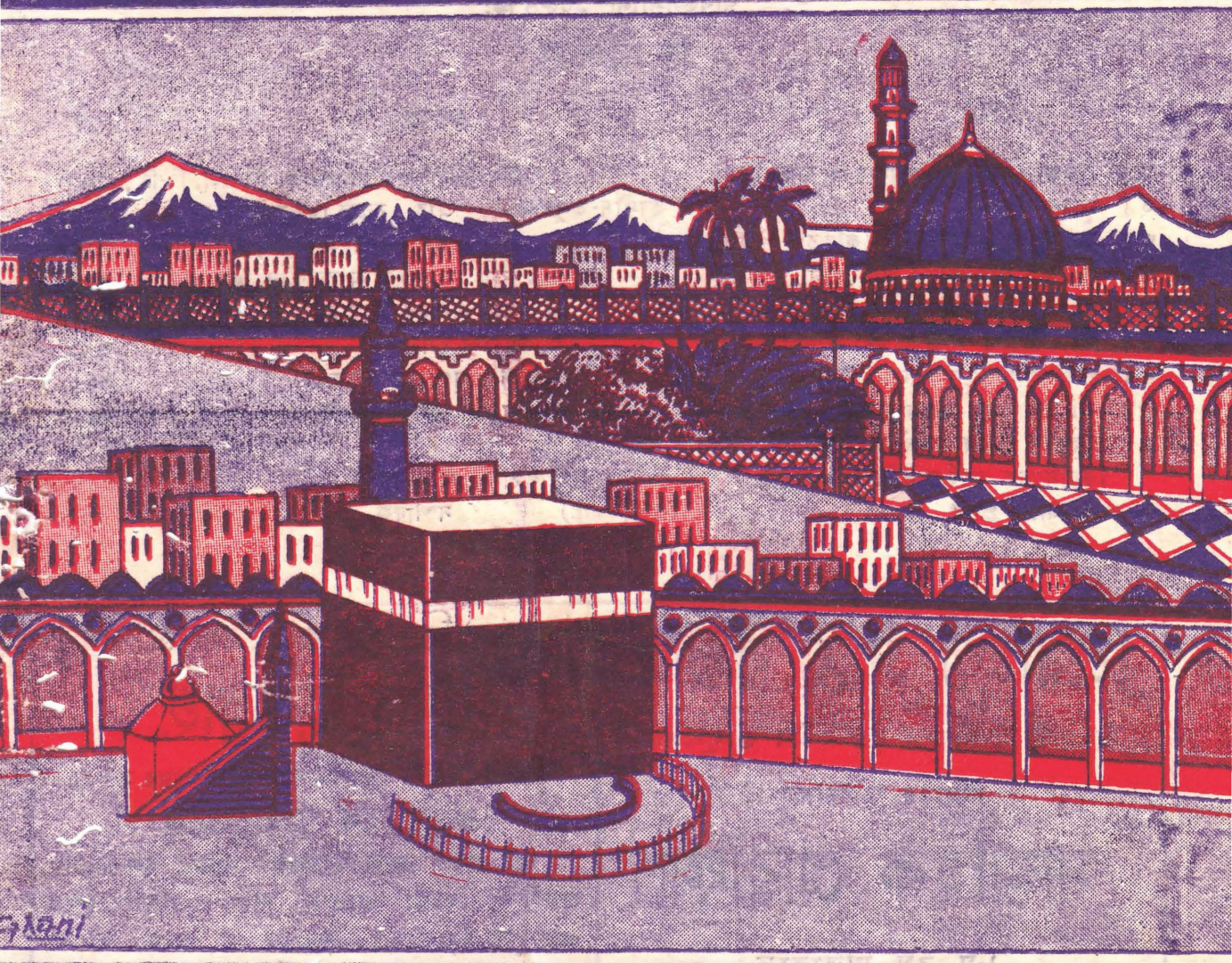

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬' ৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৭১ বাং　　আগষ্ট—১৯৬৫ ইং

রবিউস্‌সানি—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	৩৪৭
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ) আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী	৩৫৪
৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্মরণে (কবিতা)	মোহাঃ হাবিবুর রহমান এম, এ	৩৬৩
৪। সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফ্‌গানী	আঃ কাঃ মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ,	৩৬৪
৫। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৭০
৬। পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও সাহিত্য	আজহারুল ইসলাম	৩৭৯
৭। পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	৩৮২
৮। কবি আকবর এলাহাবাদী	এম, মওলা বখ্‌শ নদভী	৩৮৫
৯। হযরত ঈসার সশরীরে আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৩৮৮
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়) সম্পাদক	৩৯১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬·৫০　ষান্মাষিক ঃ ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ অফিস: ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	ভাদ্র ১৩৭২ বংগাব্দ; আগস্ট ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ; রবিউস্‌সানি ১৩৮৫ হিঃ	অষ্টম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القرآن العظيم

কুরআন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা 'ইনশিকাক'১

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ., বি.এল, বি.টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاق

১। এই সূরার প্রথম আয়াতে انشقت শব্দটি আছে বলিয়া এই সূরার নাম সূরা আল্‌ইন্‌শিকাক হইয়াছে।

পূর্ববর্তী সূরাগুলির ন্যায় এই সূরাতেও কিয়ামতের প্রলয় পর্যায়ের কতিপয় ঘটনা এবং বিচার পর্যায়ের কিছু বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۞	১। আসমান যখন খণ্ড-বিখণ্ড হইবে,
٢ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞	২। এবং সে তাহার রব্বের হুকম মানিয়া লইবে—আর তাহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।২
٣ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۞	৩। যমীনকে যখন প্রসারিত করা হইবে,
٤ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۞	৪। এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা যখন সে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া [তাহার পেট] শূন্য হইয়া পড়িবে,
٥ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞	৫। এবং সেও তাহার রব্বের হুকুম মানিয়া লইবে—আর তাহারও পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।৩ [তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়]

২। ইসলাম দর্শনে আসমান বলিতে শূন্য বুঝায় না। বরং ইহা দৈর্ঘ-বিস্তার-বেধবিশিষ্ট একটি কঠিন পদার্থ বিশেষ। পৃথিবী হইতে প্রথম আসমানের দূরত্বের পরিমাণ যত, প্রথম আসমানের বেধের পরিমাণও তত। আবার প্রথম আসমান হইতে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্বও সেই পরিমাণ এবং দ্বিতীয় আসমানের বেধের পরিমাণও তাহাই। কিয়ামতের প্রাক্কালে আসমান আল্লার হুকমে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আল্লার হুকমের সামনে আসমানও একটি অতি তুচ্ছ পদার্থই বটে। কাজেই আল্লার হুকমে আসমানের খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অবধারিত।

৩। ভূতলস্থিত পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সারা পৃথিবী এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। অনন্তর উহাকে রবার টানার মত টানিয়া উহার আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হইবে।

তারপর, ভূগর্ভে যে সব ধন সম্পদ রহিয়াছে তাহা ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হইতে হইতে ভূগর্ভ ধন-সম্পদশূন্য হইবে এবং অবশেষে মৃত মানুষসমূহের দেহাবশেষও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর যমীন আল্লার হুকমে এই সবই সম্পাদন করিবে। কারণ তাহার পক্ষে আল্লার হুকম পালন একান্ত স্বাভাবিক ও অবধারিত।

আসমান ও যমীনের দশা যখন এইরূপ হইবে তখন মানুষের কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা এখানে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা হয় নাই। ঐ উহ্য ব্যাপার সম্পর্কে প্রধান মতগুলি এই,—

(ক) তখনকার দৃশ্য ভাষায় অবর্ণনীয়। শ্রোতা বা পাঠক নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুক তখন মানুষের অবস্থা কী হইবে।

(খ) ঐ সময়ে মানুষের অবস্থা কী হইবে তাহা কুরআন মজীদের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(গ) পরবর্তী আয়াতটিতে ঐ অবস্থার আভাষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٦ يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝

৬। ওহে মানুষ, তুমি তোমার রব্বের পানে কঠোর পরিশ্রমশীল; অনন্তর তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎকারী।৪

٧ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝

৭। অতঃপর যাহাকে তাহার আমলনামা বা কার্য-বিবরণী ডা'ন হাতে দেওয়া হইবে,

٨ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝

৮। তাহার হিসাব-নিকাশ সহজ ভাবেই লওয়া হইবে;

٩ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

৯। এবং সে আনন্দিত চিত্তে আপন জনের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

١٠ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝

১০। আর যাহাকে তাঁহার আমলনামা বা কার্য-বিবরণী পিঠের পিছন দিকে দেওয়া হইবে,

١١ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝

১১। সে নিশ্চয় [নিজের জন্য] ধ্বংস ডাকিতে থাকিবে,

দেওয়া হইয়াছে فملاقيه এর মাধ্যমে। অর্থাৎ তখন তোমাকে তোমার রবের সম্মুখে হিসাব দিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে।

(ঘ) এক আয়াত পরে ঐ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে—সপ্তম আয়াত হইতে পঞ্চদশ আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলির মধ্যে।

৪। আয়াতটির তিন প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

(ক) হে মানুষ, তোমার রবের নিকটে তোমার না পৌঁছা পর্যন্ত অর্থাৎ তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অনবরত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করিতেই হইবে। অনন্তর তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার যাবতীয় পার্থিব কষ্ট ও পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তারপর তুমি তোমার কর্মাকর্মের ফল পাইবে।

(খ) তুমি দুনয়াতে কঠোর পরিশ্রম করিতে করিতে আল্লার পানে অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভে ধন্য হইবে।

(গ) তুমি দুনয়াতে যাহা কিছুই কর না কেন—তোমার শেষ পরিণতি হইতেছে আল্লার দরবারে হাযির হওয়া। ঐ হাযিরা তুমি কোন ক্রমেই এড়াইতে পারিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

١٢ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

১২। এবং জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে দাখিল হইবে ৫

١٣ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

১৩। ইহা নিশ্চিত যে, এই প্রকার লোক দুনয়াতে আপন জনের মধ্যে আনন্দিত থাকিত।৬

١٤ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝

১৪। সে মনে করিত যে, সে কখনই [আল্লার নিকট] ফিরিয়া যাইবে না।

١٥ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

১৫। না, না—সে নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে। ইহা নিশ্চিত যে, তাহার রব্ব তাহাকে নিরীক্ষণকারী রহিয়াছিলেন।

৫। জিন্ন-ও মানুষ দুনয়াতে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করে তাহার বিবরণ সম্বলিত আমলনামা কিয়ামত দিবসে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট পৌঁছিবে। নেককারদের আমলনামা তাহাদের সম্মুখ দিকে এবং বদকারদের আমলনামা তাহাদের পশ্চাৎ দিকে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অনন্তর নেককারগণ তাহাদের আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করিবে। আর বদকারদের ডান হাত তাহাদের ঘাড়ের সঙ্গে আবদ্ধ থাকিবে বলিয়া তাহারা বাম হাত পিঠের দিকে লইয়া গিয়া ঐ হাতে তাহাদের আমলনামা গ্রহণ করিবে।

তারপর তাহাদের প্রত্যেকের বিচার এইভাবে হইবেঃ নেককার লোকের আমলনামাতে ভাল-মন্দ যে সকল কাজের উল্লেখ থাকিবে সে সম্বন্ধে তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবেঃ 'তুমি অমুক (ভাল) কাজটি করিয়াছিলে?' 'অমুক (ভাল) কাজটি করিয়াছিলে?' 'অমুক (মন্দ) কাজটি করিয়াছিলে?' 'অমুক (মন্দ) কাজটি করিয়াছিলে?' ইত্যাদি। অনন্তর তাহার নেক কাজের তুলনায় বদ কাজ নগণ্য থাকায় তাহাকে এই ভাবে লজ্জা দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তাহাকে কোন প্রকার তিরস্কারও করা হইবে না। কোন প্রকার শাস্তিও দেওয়া হইবে না।

অনন্তর তাহার স্ত্রী পুত্র পরিজন মধ্যে যদি কেহ জান্নাতী হইয়া থাকে তাহা হইলে সে কিয়ামতের বিচারালয় হইতে আনন্দিত-চিত্তে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবে। আর তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কেহই যদি জান্নাতী না হইয়া থাকে তাহা হইলে সে আনন্দিত চিত্তে জান্নাতে গিয়া তাহার জন্য নির্ধারিত জান্নাতী স্ত্রীদের সহিত ও নিজ দলের মুমিনদের সহিত মিলিত হইবে।

আর বদকার লোক তাহার আমলনামা বদকাজে ভর্তি দেখিয়া 'মরণ এসো' 'প্রলয় এসো' প্রভৃতি বলিয়া বিলাপ করিতে থাকিবে এবং অবশেষে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করিবে।

৬। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, দুনয়াতে বদকার লোকেরা নেককার লোকদিগকে দেখিয়া হাসি-তামাসা করিত। আখিরাতে তাহার বিপরীত হইবে। সেখানে নেককার লোকেরা বদকার লোকদিগকে দেখিয়া হাসিতে থাকিবে।

আর এই সূরাটিতে বলা হইল যে, দুনয়াতে বদকার লোকেরা আপন জনের মধ্যে আনন্দিত চিত্তে কাল কাটাইত। কিয়ামতে তাহার ঠিক বিপরীত হইবে। সেখানে তাহাদের এমনই দুর্দশা হইবে যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٦ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

১৬। অনন্তর আমি কসম করিতেছি পশ্চিম আকাশের সন্ধ্যাকালীন রক্তিমার,

١٧ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

১৭। রাত্রিকালের ও রাত্রি যাহা আবৃত রাখে তাহার,

١٨ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

১৮। এবং চাঁদ যখন পূর্ণ হয় তখনকার চাঁদের (অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদের);

١٩ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

১৯। [এবং বলিতেছি,] তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে অবশ্যই আরোহণ করিতে থাকিবে।৭

তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে নেককার লোকেরা পরকালে আনন্দিত চিত্তে নিজ লোকদের সহিত কাল কাটাইতে থাকিবে।

৭। কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে শ্রোতার মনে বিশ্বাস ও প্রতীতি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে মানবসমাজের মধ্যে কসম করার রীতি প্রচলিত আছে। আল্লাহ তাআলার সত্যবাদিতা সর্বাবাদীসম্মত। তবে তিনি কুরআন মজীদে এতবার কসম করিয়াছেন কেন? আর তিনি যদি একান্তই কসম করিলেন তবে তিনি নিজ অস্তি-ত্বের অথবা নিজের কোন গুণের কসম না করিয়া তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর কসম করিতে গেলেন কেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার বহু বক্তব্য মানুষের রীতি ও ধারণা অনুযায়ী বলিয়াছেন। এই কসমও সেইগুলির একটি।

তারপর, সৃষ্টির কসম করা সম্বন্ধে কয়েকটি জওয়াব দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি জওয়াব এই—যেহেতু কসমকারীর পক্ষে তাহার চেয়ে কোন নিকৃষ্ট বিষয়ের কসম করার প্রচলন মানব সমাজে নাই কাজেই আল্লাহ তাআলার এই সব কসমের তাৎপর্য হইবে 'ঐ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তার কসম'।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মুশরিকগণ তাহাদের দেব-দেবীর কসম করিত। ইসলাম আসিয়া ঘোষণা করিল যে, আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও কসম করা মুমিনের পক্ষে হারাম। মুমিন যদি কোন কারণ বশতঃ একান্তই কসম করিতে বাধ্য হয় তবে সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম লইয়াই কসম করিবে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পুনর্জীবিত হওয়ার যথার্থতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি বস্তুর কসম করিয়া বলিয়াছেন যে, মানুষ প্রতিনিয়ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

কসম ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তাহা এই যে, যে বস্তুর নাম লইয়া কসম করা হইবে তাহার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়টির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য অবশ্যই থাকিবে। তারপর প্রতিপাদ্য বিষয়টির সহিত নিশ্চয়তা বাচক কোন অব্যয় শব্দ যুক্ত থাকিবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের মধ্যে যে সকল কসম করিয়াছেন সেই কসমগুলির বস্তুর সহিত তৎসম্পর্কিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের পূর্ণ সঙ্গতি ও চমৎকার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

এখানকার এই কসমটিতে প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে 'মানুষের' অবস্থান্তর গ্রহণ তথা পুনর্জীবন লাভ করা'। প্রতিপাদ্য বিষয়টির সহিত কসমের বস্তুগুলির সামঞ্জস্য এই ভাবে বর্ণনা করা হয়।

এই কসমগুলির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানাইয়া দেন যে, তিনি তাঁহার কোন সৃষ্টিকেই এক অবস্থায় রাখেন না। দিনের উজ্জ্বল আলোকের পরে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২০। তবে তাহাদের কী হয় যে, তাহারা ঈমান আনে না? ৮

٢١ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝

২১। এবং তাহাদের সামনে যখন কুরআন পড়া হয় তখন তাহারা সিজদা করে না? ৯

তিনি লইয়া আসেন গোধূলি ও সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। তারপর আলো একেবারে অপসারিত করিয়া আনেন রাত্রির ঘোর অন্ধকার। দিনের বেলায় তিনি জগতকে রাখেন সচেতন, জীবন্ত ও কর্মব্যস্ত এবং রাত্রিকালে উহাকে করেন চেতনাহীন, নীরব ও নিস্তব্ধ। এই চক্রবৎ পরিবর্তন বরাবর জারী রহিয়াছে।

তারপর চন্দ্রের কথা। দ্বিতীয়ার একটি ফলক হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি দিতে দিতে উহাকে পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত করেন। আবার ক্রমশঃ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে উহাকে একেবারে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দেন। তারপর আবার চাঁদের ফলকের উদয় করেন।

মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। সে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে যৌবনে পূর্ণ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তারপর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে লোপ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল দৃষ্টান্ত গভীরভাবে অনুধাবন করিলে মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য যে, মানুষকে পুনর্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই অসম্ভব তো নয়ই, বরং মানুষকে তাহার কর্মাকর্মের ন্যায্য পুরস্কার ও উপযুক্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে পুনর্জীবিত করাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

'তোমরা এক স্তর হইতে অপর স্তরে ……' বাক্যটিতে 'তোমরা' শব্দটির তাৎপর্য 'সমগ্র মানব জাতি' ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইল।

কিন্তু 'তোমরা' বলিয়া যদি নবী সঃ ও মুসলিমদিগকে বুঝানো হইয়া থাকে তাহা হইলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হইবে এই রূপ—'হে মুসলিমগণ, তোমাদিগকে নানা প্রকার বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অবশেষে তোমাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হইবে।

৮। পূর্বের আয়াতটিতে 'তোমরা'—মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই বাক্য বিন্যাসের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই আয়াতে 'তাহাদের' 'তাহারা' না বলিয়া 'তোমাদের' 'তোমরা' বলাই সঙ্গত ছিল। এখানে এই ব্যতিক্রমের মূলে যে নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা এই—মানুষ যখন কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয় তখন ঐ বিরাগভাজন ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকিলেও তাহাকে মানুষ 'তুমি' বলিয়া কথা না বলিয়া তাহার উল্লেখ 'সে' বলিয়া করিয়া থাকে এবং তাহার জন্য প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবহার কুরআন মজীদে শুধু এখানেই নয়—আরও বহু আয়াতে দেখা যায়।

৯। এই আয়াতের একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

(ক) 'কুরআন তিলাওৎকালে যখন সিজদার আয়াত তিলাওৎ করা হয় তখন তাহারা সিজদা করে না।' কথিত আছে যে, একদা নবী সঃ সূরা 'আল-'আলাক' তিলাওৎ সমাপ্ত করিলে তিনি ও উপস্থিত সকল মুসলিম সিজদা করেন। আর মুশরিকগণ তাহাতে হাত-তালি ও শিস দিতে থাকে। ঐ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া এই আয়াত নাযিল হয়।

তারি'ঈ রাফি' বলেন, একদা আমি আবূ হুরাইরা রাঃ-র সহিত ইশার নমায পড়িয়াছিলাম। অনন্তর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٢ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝

২২। বস্তুতঃ যাহারা অন্তরে অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা মুখে অস্বীকার করিবেই।

٢٣ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

২৩। তাহারা অন্তরে যাহা গোপন রাখে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবগত।

٢٤ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২৪। অতএব [হে নবী,] আপনি তাহাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 'শুভ সংবাদ' দিন। ১০

٢٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

২৫। কিন্তু যাহারা ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করিতে থাকে তাহাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রহিয়াছে।

তিনি নমাযে 'ইযাস্ সামাউন্শাক্কাত' সূরা পড়িয়া সিজদা করিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম, "ইহা কী?" তিনি বলিলেন, "আবুল্-কাসিম সঃ-র পিছনে নামায পড়াকালে এই আয়াতে আমি তাঁহার সহিত সিজদা করিয়াছি। কাজেই যে পর্যন্ত তাঁহার সহিত মিলিত না হই সে পর্যন্ত (অর্থাৎ আমার মৃত্যু পর্যন্ত) আমি ইহাতে সিজদা করিতে থাকিব।"—বুখারী ও মুসলিম।

অপর এক হাদীসে আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত 'ইক্রা' বিস্মি রব্বিক' ও 'ইযাস্ সামাউন শাক্কাত' সূরা দুইটিতে সিজদা করিয়াছিলাম।—মুসলিম।

এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম আবূ হানীফা রহঃ বলেন, সিজদার আয়াত তিলাওৎ করা হইলে যে কোন অবস্থায় পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সিজদা করা ওাজিব।

অধিকাংশ ইমাম ও মুহাদ্দিসের নিকট ইহা সুন্নত।

(খ) এখানে 'সিজদা' বলিয়া 'নামায' বুঝানো হইয়াছে। মুশরিকদের মধ্যে আরবী ভাষায় বাগ্মী, বক্তা, লেখক, কবি ও সুপণ্ডিত অনেকেই ছিলেন। তাহারা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতেন যে, কুরআন কোন মানুষের অথবা অপর কোন সৃষ্ট জীবের বাণী হইতেই পারে না। উহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বাণী হইতে পারে। এমত অবস্থায় হযরত মহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী স্বীকার করতঃ তাঁহার আদেশ পালন, নামায সম্পাদন ইত্যাদি তাহাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া এখানে বলা হইল—'তাহাদের সামনে যখন কুরআন পড়া হয় তখন তাহারা কুরআনের অলৌকিকতা উপলব্ধি করতঃ আল্লার ইবাদতে তথা নামাযে মশগুল হয় না কেন?'

১০। 'যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' নিঃসন্দেহে একটি অশুভ ব্যাপার'। ইহাকে 'শুভ সংবাদ' বলিয়া উল্লেখ করার কারণ এই যে, কাফির মুশরিকগণ পরকালে 'শুভ পরিণামের' আকাঙ্খা রাখে। তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইল যে, তাহারা পরকালে যে 'শুভ পরিণামের' আকাঙ্খা রাখে তাহা হইতেছে, 'অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মারাম—বঙ্গানুবাদ

আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

জিযয়া১ ও সুলহ—সন্ধি

৪৬০। আবদুর রহমান ইবন আওফ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ হাজার নামক স্থানের অগ্নি উপাসকদের নিকট হইতে জিযয়া লইয়াছিলেন।—বুখারী।

মুওত্তা গ্রন্থে ইহা অপর এক সনদে বর্ণিত আছে। উহার শৃংখল ছিন্ন।

৪৬১। আনাস রাঃ ও উসমান ইবন আবূ সুলায়মান রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ দুমাতুল্ জান্দাল নামক স্থানের উকাইদির নামক আমীরের নিকট খালিদ ইবন অলীদকে পাঠান। অনন্তর মুসলিমগণ উকাইদিরকে গ্রেপ্তার করিয়া নবী সঃ র নিকট লইয়া আসে। নবী সঃ তাহাকে মুক্তি দেন এবং জিযয়া শর্তে তাহার সহিত সন্ধি করেন।—আবূ দাউদ।

[উকাইদির খৃষ্টান ছিল—অনুবাদক]

৪৬২। মু'আয ইবন জাবাল রাঃ বলেন, নবী সঃ আমাকে য়ামান পাঠান এবং [সেখানকার খৃষ্টান অধিবাসীদের] প্রত্যেক সাবালক লোকের নিকট হইতে একদীনার অথবা উহার সমমূল্যের মু'আফিরী কাপড় লইতে আমাকে আদেশ করেন।—সুনানত্রয়। ইবন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৬৩। 'আয়িয ইবন আমর মুযনী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

اَلْاِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

"ইসলাম সমুন্নত থাকে ; অবনমিত থাকে না।"

৪৬৪। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ

১। ইসলামী শারি'আতে ইসলামী রাজ্যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব কেবলমাত্র মুসলিমদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং অমুসলিমদিগকে এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অমুসলিমদিগকে যুদ্ধে জীবন দানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবার এবং তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণের মূল্য স্বরূপ অমুসলিমদের উপর মাথা পিছু বাৎসরিক সামান্য এক দীনার কর ধার্য করা হইয়া ছিল। ঐ করকে জিযয়া বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ

فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ •

"তোমরা য়াহূদী ও খৃষ্টানদিগকে প্রথমে সালাম করিও না। আর তাহাদের কাহারও সহিত যদি পথিমধ্যে তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তোমারা তাহাকে পথের সঙ্কীর্ণতর অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিও।"

[অর্থাৎ খাতির করিয়া তাহাদের জন্য তোমরা নিজেদের পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইও না।]

৪৬৫। (ক) মিস্ওর ইব্ন মখরমা রাঃ ও মারওান রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়া বর্ষে নবী সঃ [মদীনা হইতে] বাহির হইলেন। তারপর তাঁহারা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। ঐ হাদীসে আছে,—"মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও সুহাইল ইব্ন আমর যে সকল শর্তে সন্ধি করিলেন তাহা এই,—যুদ্ধ দশ বৎসর স্থগিত থাকিবে। ঐ দশ বৎসর [উভয় পক্ষের] লোকে নিরাপত্তা ভোগ করিবে এবং এক পক্ষের লোক অপর পক্ষের লোককে আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকিবে।"—আবূ দাঊদ। এই মর্মের হাদীস বুখারীতেও আছে।

(খ) এই মর্মের হাদীসের অংশবিশেষ ইমাম মুসলিম [তাঁহার সহীহ হাদীস গ্রন্থে] আনাস রাঃ-র যবানী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে আছে,—"[মুশ্রিকদের পক্ষ হইতে শর্ত করা হইয়াছিল যে,] আপনাদের কেহ [মুশরিক হইয়া] আমাদের নিকট আসিলে তাহাকে আমরা আপনাদের দিকে ফিরাইয়া দিব না। কিন্তু আমাদের কেহ [মুসলিম হইয়া] আপনাদের নিকট গেলে তাহাকে আপনারা আমাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন।"

ইহাতে সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লার রসূল, আপনি কি এই শর্ত লিখিয়া দিবেন?"

রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ

فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ

فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا •

"হাঁ। কেননা, আমাদের কেহ যদি [মুশরিক হইয়া] তাহাদের দিকে চলিয়া যায় তাহাকে আল্লাহ যেন [আমাদের হইতে] দূরেই রাখুন! আর তাহাদের কেহ যদি [মুসলিম হইয়া] আমাদের দিকে আসিতে চায় তাহার জন্য আল্লাহ শীঘ্রই মুক্তির ও বাহির হইবার কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

[অর্থাৎ আল্লাহ ইসলামকে অবনমিত থাকিতে দিবেন না।]

৪৬৬। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ

مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"চল্লিশ বৎসরে যে পরিমাণ পথ চলা যায় ঐ পরিমাণ দূরবর্তী স্থান হইতে জান্নাতের সুগন্ধি পাওয়া যায়। কিন্তু যে মুসলিম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করে [তাহার পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ দূরের কথা] সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাইবে না।"—বুখারী।

—০—

بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

ঘোড়-দৌড় ও তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

৪৬৭। (ক) ইব্‌ন 'উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে মশ্‌ক-করা ঘোড়ায় চড়িয়া নবী (সঃ) 'হাফ্‌য়া' হইতে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ঐ দৌড়ের শেষ সীমা ছিল 'সানীয়াতুল-অদা'। আর মশ্‌ক-না-করা ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতায়ও নবী সঃ যোগদান করেন। এই দৌড় ছিল 'সানীয়া' হইতে 'বনূ-যুরাইক'-এর মসজিদ পর্যন্ত। আর যাঁহারা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন উমরও ছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

বুখারীতে বেশী রহিয়াছে এই—

"সুফ্‌য়ান বলেন, হাফ্‌য়া হইতে সানীয়াতুল্ অদা' ৫।৬ মাইল এবং সানীয়া হইতে 'বনূ যুরাইক'-এর মসজিদ এক মাইল হইবে।"

(খ) ইবনে 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, [একদা] নবী সঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে পঞ্চম বর্ষীয় ঘোড়াকে সর্বোচ্চ স্থান দেন।—আবূ দাউদ। ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৬৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ

"উটের দৌড়, তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়া জাতীয় পশুর (ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর) দৌড় ছাড়া আর কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হইতে পারে না।"—আহমদ ও সুনানত্রয়। ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৬৯। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ

"দুইটি ঘোড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থির হইবার পরে যদি তৃতীয় ব্যক্তি অপর একটি ঘোড়া ঐ প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করাইতে চায়, তবে দৌড়ে যদি তাহার হারিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে তাহার ঐ প্রবেশে কোন দোষ নাই। কিন্তু তাহার যদি হারিবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আশা না থাকে [বরং জয়লাভ নিশ্চিত থাকে] তাহা হইলে উহা জুয়া [পরিণত হওয়ায় হারাম] হইবে।[১] আহমদ ও আবূ দাউদ। ইহার সনদ যঈফ।

৪৭০। 'উক্‌বা ইব্‌ন 'আমির রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে মিম্‌বরের উপরে এই আয়াত পড়িতে শুনি—

"আর তোমরা আল্লার দুশমনকে এবং তোমাদের দুশমনকে সন্ত্রস্ত রাখিবার জন্য তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বদল প্রস্তুত করিতে থাক।"—[সূরা আনফাল, ৬০]

তারপর [ঐ শক্তির ব্যাখ্যায়] রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"সাবধান! তীর নিক্ষেপই হইতেছে ঐ শক্তি। সাবধান! তীর নিক্ষেপই হইতেছে ঐ শক্তি। সাবধান! তীর নিক্ষেপই হইতেছে ঐ শক্তি।"[২]—মুসলিম।

১। ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত শর্তে শারী'আতে জায়িয হইবে—

(ক) ঘোড়ার বয়স ও শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঘোড়া দৌড়িতে গিয়া মারা না যায় বা অকর্মণ্য হইয়া না পড়ে।

(খ) যে সকল ঘোড়াকে দৌড়ের উদ্দেশ্যে যথা-রীতি লালন পালন করা হইয়া থাকে সেই সকল ঘোড়ার দৌড়ের পাল্লা উর্দ্ধপক্ষে পাঁচ মাইল পর্যন্ত নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল ঘোড়াকে দৌড়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে লালন পালন করা হয় নাই সেই সকল ঘোড়ার দৌড়ের পাল্লা উর্দ্ধপক্ষে এক মাইল করা যাইতে পারে।

(গ) দৌড়-প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষই সাধারণতঃ পুরস্কার ঘোষণা করিবে ও পুরস্কার দিবে।

দৌড়-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীও পুরস্কার ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণা এক তরফা হইতে হইবে। দুই তরফা ঘোষণা শারী'আতে হারাম হইবে। যথা, দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী যদি দুই জন লোক হয় এবং তাহাদের মধ্যে একজন যদি বলে, "আমি হারিলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই পুরস্কার দিব" তাহা হইলে এইরূপ ঘোষণা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সে যদি বলে, "আমি হারিলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই পুরস্কার দিব এবং আমি জিতিলে সে আমাকে এই পুরস্কার দিবে" তাহা হইলে এইরূপ ঘোষণা হারাম হওয়ায় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় ঘোড়া, উট ও তীর জিহাদের প্রধান উপকরণ ছিল বলিয়া এই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সঃ এই গুলিতে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে যুগবিশেষে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা ব্যাপারে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার দান ১। (গ) এর শর্ত সাপেক্ষে শরী'আত মতে জায়িয হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

كتاب الاطعمة

খাদ্য সামগ্রী সমূহ

৪৭১। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

كل ذى ناب من السباع فاكله حرام

"শ্বদন্ত বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।"—মুসলিম।

(খ) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ প্রত্যেক প্রকার শ্বদন্ত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত প্রত্যেক প্রকার শিকারী পক্ষী খাইতে নিষেধ করেন।—মুসলিম।

৪৭২। জাবির রাঃ বলেন, খায়বর যুদ্ধকালে রসূলুল্লাহ সঃ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করেন; কিন্তু ঘোড়ার গোশ্‌ত খাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৭৩। ইব্‌ন আবূ আওফা রাঃ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র সঙ্গে থাকিয়া সাত বার যুদ্ধ করিয়াছিলাম—[ঐ সকল যুদ্ধে তাঁহার সহিত] আমরা পঙ্গপাল খাইতাম।১—বুখারী ও মুসলিম।

৪৭৪। আনাস রাঃ খরগোস শিকার সম্বন্ধে বলেন, [অনন্তর আমি দৌড়াইয়া গিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং আবূ তালহার নিকট লইয়া আসিলাম।] অনন্তর তিনি উহাকে যবহ করিয়া উহার একটি রান রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট পাঠাইলে তিনি উহা কবূল করিয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৭৫। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ চারি প্রকার জীবকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উহারা হইতেছে: পিপীলিকা, মোমাছি, হুদ্‌হুদ পাখী (মাথার উপরে লাল টোপরযুক্ত 'হুপু' পাখী) ও কাঠঠোকরা পাখী।—আহমদ ও আবূ দাউদ। ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৭৬। তাবি'ঈ ইব্‌ন আবূ 'আম্মার বলেন, আমি জাবির রাঃ-কে বলিলাম, "ضبع ২ কি শিকার জাতীয় জন্তু?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। আমি বলিলাম, "ইহা কি রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"।—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। বুখারী ও ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪৭৭। ইব্‌ন 'উমর রাঃ-কে শজারু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি আয়াত পড়িয়া শুনান—

১। পঙ্গপাল হইতেছে এক প্রকার বৃহদাকার ফড়িং বিশেষ। ইহারা হাযারে-হাযারে লাখে-লাখে ঝাঁক বাঁধিয়া সাধারণতঃ জঙ্গল, বন ও পর্ব্বতাঞ্চলে বাস করে। ইহারা কখন কখন লোকালয়েও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং গাছপালার পাতা ও ক্ষেতের শস্য অল্পকাল মধ্যে খাইয়া নিঃশেষ করে। পঙ্গপালের উপদ্রব অত্যন্ত মারাত্মক।

পঙ্গপালের হুকম কতকটা মাছের হুকমের মত। অর্থাৎ পঙ্গপালকে যবহ করিবার প্রয়োজনও হয় না এবং ইহা মরিয়া গেলেও খাওয়া হালাল হইবে।

২। এই হাদীসে উল্লিখিত ضبع শব্দের অর্থ 'হায়েনা' করা হয়। কিন্তু 'হায়েনা' বলিতে আমরা যে প্রাণী বুঝি তাহা মনুষ্য মাংস ভক্ষণকারী হিংস্র পশু বিশেষ বলিয়া উহা ৪৭১ নং হাদীস অনুযায়ী হারাম হয়। এই কারণে অধিকাংশ ইমামই 'হায়েনা' খাওয়া হারাম বলিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

"[হে নবী] বলিয়া দিন, আমার প্রতি যাহা অহঈ পাঠান হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন ভক্ষকের ভক্ষণ ব্যাপারে যাহা হারাম পাই তাহা হইতেছে মৃত জীব, উচ্ছলিত রক্ত, শুকর মাংস—কেননা উহা নাপাক—আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহ করা [হালাল] জানোয়ার..... ....."[—আল্-আন্-আম, ১৪৬]

[অর্থাৎ শজারু হারাম হওয়া সম্বন্ধে আমার নিকটে কোন প্রমাণ নাই।] তাহাতে ইব্ন উমর রাঃ-র নিকটে উপবিষ্ট একজন বৃদ্ধ লোক বলিলেন, আমি আবূ হুরাইরাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী সঃ-র নিকটে শজারুর উল্লেখ করা হইলে, নবী সঃ বলিয়াছিলেন,

إنها خبيثة من الخبائث

"উহা জঘন্য জানোয়ারগুলির মধ্যে এক প্রকার জঘন্য জানোয়ার।" তাহাতে ইবন 'উমর বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যখন ইহা বলিয়াছেন তখন শজারু ঐরূপই হইবে।—আহমদ ও আবূ দাউদ। ইহার সনদ য'ঈফ।

৪৭৮। ইব্ন 'উমর রাঃ বলেন, [হালাল পশুগুলির মধ্যে] মলই যে পশুটির প্রধান ও বেশীর ভাগ খাদ্য তাহার গোশ্ত ও দুধ খাইতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন। ৩—নাসাঈ ছাড়া বাকী সুনান গ্রন্থ। তিরমিযী ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

৪৭৯। আবূ কাতাদা রাঃ বন্য গাধা শিকার প্রসঙ্গে বলেন, অনন্তর উহার কিছু অংশ নবী সঃ খাইয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৮০। আস্মা বিন্তে আবূ বকর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় আমরা ঘোড়া যবহ করিয়া উহা খাইয়াছিলাম। ৪—বুখারী ও মুসলিম।

৪৮১। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র দস্তরখানে গোসাপের গোশ্ত খাওয়া হইয়াছিল। ৫—বুখারী ও মুসলিম।

৪৮২। 'আবদুর রহমান ইব্ন 'উসমান কুরশী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, এক জন চিকিৎসক ঔষধের মধ্যে ব্যাঙ ব্যবহার করা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রসূলুল্লাহ সঃ ব্যাঙ হত্যা করিতে নিষেধ করেন ৬—আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩। যে উট, গরু বা ছাগলের বেশীর ভাগ খাদ্যই মল এবং তাহার অন্যান্য খাদ্যের পরিমাণ মলের তুলনায় কম হয় সেই উট, গরু বা ছাগলের দুধ ও গোশ্ত খাওয়া এই হাদীসটিতে নিষেধ করা হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ-র এই নিষেধাজ্ঞার কারণে কোন কোন ইমাম এই প্রকার উট, গরু ও ছাগলের দুধ ও গোশ্ত খাওয়া হারাম বলিয়াছেন এবং কোন কোন ইমাম উহা খাওয়া মকরূহ-তান্যিহী বলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, যে উট, গরু বা ছাগল মল খায় বটে, কিন্তু তাহার ভক্ষিত মলের পরিমাণ তাহার অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় কম হয় তাহার দুধ ও গোশ্ত খাওয়া এই হাদীসের আওতায় পড়ে না বলিয়া উহা খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল হইবে।

৪। ইমাম তিরমিযী জাবির রাঃ-র যবানী একটি হাদীস সঙ্কলন করিয়াছেন। হাদীসটির মর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ নিজে ঘোড়ার গোশত খাইয়াছেন, ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়াছেন।

৫। গোসাপের গোশ্ত খাইবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ-কে অনুরোধ করা হইলে তিনি উহা নিজে খাইতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারই উপস্থিতিতে সাহাবীগণ গোসাপের গোশ্ত খাইতে থাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে উহা খাইতে নিষেধ করেন নাই। এই কারণে অধিকাংশ আলিমই গোসাপের গোশ্ত খাওয়াকে মকরূহ তানযিহী বলিয়াছেন।

৬। এই হাদীস হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ খাওয়া হারাম।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

শিকারের জানোয়ার ও যবহ-করা জানোয়ার

৪৮৩। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ •

"পশুপাল পাহারার কুকুর, শিকারী কুকুর ও খেত পাহারার কুকুর ছাড়া অপর কোন কুকুর যে মুসলিম রাখিবে তাহার পুণ্য হইতে প্রত্যহ এক কীরাত পুণ্য হ্রাস হইতে থাকিবে।১ বুখারী ও মুসলিম।

৪৮৪। 'আদী ইব্‌ন হাতিম রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলিয়াছিলেন,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ •

"তুমি যখন তোমার কুকুরকে ছাড়িবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ছাড়িও। অতঃপর সে যদি [শিকারটিকে] তোমার জন্য আটক করিয়া রাখে তাহা হইলে তুমি যদি উহাকে জীবিত অবস্থায় পাও তবে তাহাকে যবহ করিও। আর তুমি যদি উহাকে নিহত অবস্থায় পাও অথচ তাহার কিছুই কুকুরে [বা অন্য কোন জন্তুতে] যদি না খাইয়া থাকে তবে তুমি উহা খাইও। কিন্তু ঐ অবস্থায় শিকারটিকে নিহত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যদি তোমার কুকুরের সহিত অপর কোন কুকুর দেখিতে পাও তাহা হইলে তুমি উহা খাইও না। কেননা, তুমি জান না ঐ কুকুর দুইটির মধ্যে কোন্ কুকুরটি শিকারটিকে হত্যা করিয়াছে। [এবং তুমি ইহাও জান না যে, অপর কুকুরটিকে বিসমিল্লাহ বলিয়া ছাড়া হইয়াছিল কি না।]২

১। পশুপাল পাহারার উপর ভিত্তি করিয়া বাড়ী পাহারার জন্য কুকুর পোষা জায়িষ হইবে। এই হাদীসে সখের কুকুর পোষিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২। শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর দ্বারা শিকার করা জানোয়ারের কথা এখানে বলা হইয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী পক্ষী দ্বারা যাহা শিকার করা হয় তাহার প্রতিও এই হুকুম প্রযোজ্য হইবে।

আর তুমি যখন তীর ছুঁড়িবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ছুঁড়িও। তারপর শিকারটি যদি তোমা হইতে একদিন অদৃশ্য থাকার পরও দৃষ্ট হয়, তবে তুমি যদি তাহার অঙ্গে তোমার তীরের চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন দেখিতে না পাও তাহা হইলে তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি উহা খাইতে পার। কিন্তু তুমি যদি শিকারটিকে পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় পাও তাহা হইলে তুমি উহা খাইও না।"—বুখারী ও মুসলিম। কিন্তু ইবারতটি মুসলিম হইতে গৃহীত।

৪৮৫। 'আদী রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃকে পালক-বিহীন তীর দ্বারা শিকার করা জানোয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করিলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন,

إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ •

"তুমি যখন ঐ তীরের সুক্ষ্মাগ্র দ্বারা শিকারকে আঘাত করিতে পারিবে তখন তুমি উহা খাইও। আর তুমি যখন ঐ তীরের পার্শ দ্বারা শিকারকে আঘাত কর এবং তাহার ফলে উহা নিহত হয় তখন উহা লাঠি-ডাণ্ডার আঘাতে মৃত বলিয়া [সূরা আল্-মায়িদার চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হারাম খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই] তুমি উহা খাইও না।"৩—বুখারী।

৪৮৬। আবু সা'লাবা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ •

"তুমি যদি তোমার তীর দ্বারা কোন শিকারকে আঘাত কর, অনন্তর ঐ শিকার তোমা হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পরে তুমি উহা দেখিতে পাও তাহা হইলে উহা যে পর্যন্ত দুর্গন্ধ না হয় সে পর্যন্ত তুমি উহা খাইতে পার।"
—মুসলিম।

৩। পালকযুক্ত তীর সোজাসুজি বাতাস ভেদ করিয়া যায় বলিয়া উহা যেখানেই গিয়া লাগিবে সেই খানেই তীরের ফলা গিয়া বিদ্ধ হইবে। কিন্তু পালক-বিহীন তীরের মধ্য ভাগ মোটা থাকে বলিয়া যদি প্রতিকূল কোন দিকের বাতাস থাকে তাহা হইলে তীর ঘুরিয়া গিয়া তীরটির মধ্যভাগ কখন কখন শিকারকে আঘাত করে এবং তাহার ফলে শিকার মারা যায়। ঐ অবস্থায় শিকারটি ঠেঙাইয়া মারার পর্যায়ে পড়ে বলিয়া ঐ মরা শিকারটি খাওয়া হারাম হইবে। আর বাতাস যদি প্রতিকূল না থাকে তাহা হইলে পালকবিহীন তীরের সুক্ষ্মাগ্র গিয়া শিকারে বিদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শিকারটি মারা গেলে তীর ছুঁড়িবার সময় বিসমিল্লাহ বলা হইয়া থাকিলে ঐ মরা শিকারটি খাওয়া হালাল হইবে।

ফল কথা, তীর ছুঁড়িবার সময় বিসমিল্লাহ বলা হইয়া থাকিলে এবং কেবলমাত্র ঐ তীর বিদ্ধ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া শিকার মারা গেলে উহা খাওয়া হালাল হইবে। কিন্তু ঐ শিকারে অপর কোন তীরেরও যখম পাওয়া গেলে ঐ মৃত শিকার খাওয়া হালাল হইবে না। কারণ অপর তীরটি ছুঁড়িবার সময় বিসমিল্লাহ বলা হইয়াছিল কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪৮৭। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, [একদা] একদল লোক নবী সঃ-কে বলিল, "এক শ্রেণীর লোক [বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে] আমাদের নিকট গোশ্ত লইয়া আসে। তাহারা আল্লার নাম লইয়া যবহ করে কি না তাহা আমরা জানিতে পারি না।" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন,

سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ

"[খাইবার সময়] তোমরা বিসমিল্লাহ বলিও এবং তারপর খাইও।"—বুখারী।

৪৮৮। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, [কাহারও প্রতি] ইট, পাটকেল, পাথর প্রভৃতির ছোট ছোট টুকরা ছুঁড়িয়া মারিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়া বলেন,

إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا

وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

কেননা, ইহা দ্বারা কোন জানোয়ারকে শিকার করাও যায় না এবং কোন শত্রুকে হত্যা অথবা গুরুতররূপে যখম করাও যায় না। কিন্তু ইহা দাঁত ভাঙ্গিতে ও চক্ষু ফুঁড়িতে পারে।"

—বুখারী ও মুসলিম। ইবারতটি মুসলিমের।

[অর্থাৎ 'ইহাতে বিশেষ কোন ফাইদা হয় না। অথচ ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।]

৪৮৯। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

"তোমরা কোন জীবন্ত প্রাণীকে তীর বন্দুকের লক্ষ্যস্থলরূপে মশ্ক করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিও না।"৪—মুসলিম।

৪৯০। কা'ব ইব্ন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক একটি ধারাল পাথর দ্বারা একটি ছাগল যবহ করে। অনন্তর সে সম্বন্ধে নবী সঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহা খাইতে আদেশ করেন। ৫—মুসলিম।

৪৯১। রাফি' ইব্ন খাদীজ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا السِّنُّ

فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"দাঁত ও নখ ছাড়া যে কোন ধারাল বস্তু দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হইয়া গেলে এবং আল্লার নাম লওয়া হইয়া থাকিলে তুমি খাও। দাঁতের কথা এই যে, উহা এক প্রকার হাড় আর নখ হইতেছে হাবাশার কাফিরদের ছুরিবিশেষ।"৫

—বুখারী ও মুসলিম।

৪। ৪৯২ নং হাদীসে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রাণীকে যবহ করিতে হইলে তাহাকে এমন ভাবে যবহ করিতে হইবে যেন সে যথা সম্ভব অল্পক্ষণ কষ্টভোগ করিয়াই মারা যায়। কাজেই কোন প্রাণীকে লক্ষ্যরূপে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাকে তীরের নিশানারূপে ব্যবহার করা এক অমানুষিক ব্যাপার বিধায় নবী স তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৫। ৪৯১ নং হাদীসে বলা হইয়াছে যে, দাঁত, হাড় ও নখ ছাড়া যে কোন ধারাল বস্তু দ্বারা যবহ করা চলিবে। কাজেই ধারাল পাথর দ্বারা যবহ করা প্রাণী হালাল হইবে। তারপর এই হাদীস হইতে আরও জানা যায় যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে জানোয়ার বা পাখী যবহ করা সিদ্ধ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ রসূলুল্লাহ (সঃ) স্মরণে ॥

মোঃ হাবিবুর রহমান এম, এ

অসহায় শিশু আমিনার কোলে
জন্ম লভিলে তুমি,
তোমার আলোকে সার্থক হলো
আরবের মরুভূমি!
সারা ধরণীর বন্দীরা যত
চাহিল নয়ন মেলি,
তোমার জনমে আঁধারের বুকে
ফুটিল চামেলী, বেলী।
তুমিতো দিয়েছ মুক্তির পথ
রুদ্ধ দুয়ার খুলে,
বদ্ধ মানুষ ফরিয়াদ করে
ঊর্দ্ধে দু'হাত তুলে।
ধর্ম-অন্ধ মানুষেরা যত
ত্রাসে কাঁপে থর থর,
কাবার ঘরের মূর্তিরা সব
পেয়েছিল মহা ডর।
অন্ধ পৃথিবীর ভণ্ড পূজারী
তাণ্ডব লীলা দেখে,
সরমে তাদের পাণ্ডুর মুখ
দিয়েছে দু'হাতে ঢেকে।
অবুঝ মানুষ মারিতে তোমারে
ফন্দি করিল কত,
মর নাই তুমি, মরেছে তাহারা
হ'ল সবে অবনত!

ওমর ছুটিল তলোয়ার নিয়ে
কাটিতে তোমার শির,
স্বর্গের আলোক পড়িল তাহাতে
হেদায়েত হলো বীর।
জন্ম ভূমির মায়া ত্যাগ করে
চলিলে মদিনা পথে,
ইসলাম সেদিন সবার আড়ালে
চলিল বিজয়-রথে।
অন্ধ মানুষ বোঝে নাই তাহা
খোঁজে নাই তার মানে,
তুমি সে ব্যথায় হাসিয়া উঠিলে
আল্লার মহাদানে।
কত মরণের বিষাক্ত তীর
তোমার বক্ষে হানে,
তুমি সে মরণ করেছ বরণ
চাহিয়া মানব-পানে।
কত শত নবী এলো আর গেল
রাখিয়া মহান ছবি,
তুমি তো তাদের মুকুট-মণি
তুমি ই শ্রেষ্ঠ নবী।
তুমি এনেছিলে কোরানের বাণী
বিশ্ব-মানব তরে,
তাইতো তোমারে সালাম জানাই
মুখে আর অন্তরে।

—•—

www.ahlehadeethbd.org

সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী

আঃ কাঃ মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ

নাম, নসব ও জন্ম

ইঁহার পূর্ণ নাম ছিল সাইয়িদ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাইয়িদ সফদর। ইঁহার বংশ তালিকা হইতে জানা যায় যে, ইনি মাতৃ-পিতৃ উভয় দিক দিয়া হযরত হুসায়ন ইবন আলী'র (রাঃ) বংশধর। সাইয়িদ জামালুদ্দীনের জন্মস্থান সম্বন্ধে দুইটি মত দেখা যায়। একদল তাঁহার আফগানী নিসবা দেখিয়া তিনি আফগানিস্তানের কাবুল জিলার আস্‌'আদাবাদ কুনার নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া মনে করেন। এই দলের মতে তিনি সুন্নী মুসলিম ছিলেন। অপর দলের মতে তিনি ঈরানের আসাদাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। এই আসাদাবাদ হামদান হইতে ৭ ফরলাং দূরে। এই দলের মতে সাইয়িদ জামালুদ্দীন ছিলেন ইসনা আশারিয়া শী'আ মতাবলম্বী। আসাদাবাদের সাইয়িদগণ অধ্যুষিত অংশে এখনও তাঁহার পিতা সাইয়িদ সফদরের বাসগৃহ এবং জামালুদ্দীনের আত্মীয় স্বজন যথা ভ্রাতা ও ভগিনীদের পুত্র পৌত্রাদি ও তাঁহার পিতৃ পিতামহের কবরসমূহ স্মারক লিপি সহ বর্তমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে সিফাতুল্লাহ জামালী আসাদাবাদী "সাইয়িদ জামালুদীন আসাদাবাদী" নামক ফার্সী পুস্তকে বিস্তারিত দলীলাদি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই দলের মতে সাইয়িদ জামালুদ্দীন বিদেশে ঈরানের রাষ্ট্রদূতগণের হস্তে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে আফগানী নিসবা গ্রহণ করেন।

যাহা হউক সাইয়িদ জামালুদ্দীন ১২৫৪ হিজরী মুতাবিক ১৮৩৮—৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ

সাইয়িদ জামালুদ্দীন দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজ গৃহে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই সময় আসাদাবাদের সাইয়িদগণের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য ও বিবাদের সৃষ্টি হইলে সাইয়িদ সফদর এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ এড়াইবার জন্য এবং পুত্রের উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১২৬৪ হিঃ (১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে) পুত্র সহ কাযবীন গমন করেন। এখানে পিতা-পুত্র ৪ বৎসরকাল অবস্থান করেন। সাইয়িদ জামালুদ্দীন এখানে অবস্থান কালে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করেন। এমন কি ছুটির সময়ও তিনি কামরায় বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ক্লান্তি অপনোদন ও চিত্তকে প্রফুল্ল করার জন্য কিছুক্ষণ বাহিরে বেড়াইয়া আসিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "মৃত্তিকা ও ইষ্টকে দেখিবার কি আছে ?" ১২৬৮ হিঃ।১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কাযবীনে মহামারী দেখা দেয়। তখন সপুত্রক সাইয়িদ সফদর তেহরান গমন করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর সাইয়িদ জামালুদ্দীন নজদে গমন করেন। তিনি তৎকালীন মুজতাহিদ শায়খ মুরতাযা আনসারীর নিকট ৪ বৎসরকাল অবস্থান করতঃ শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে তিনি শিক্ষকদের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। ইহার পর তিনি পাক ভারতে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। অতঃপর ১২৭৩ হিঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মক্কায় হজ্জ সমাধা করেন।

আফগানিস্তানে জামালুদ্দীন

অতঃপর সাইয়িদ জামালুদ্দীন কাবুল গমন করেন। এখানে তিনি কিছুদিন বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া কিয়ৎকাল অধ্যাপনাও করেন। অতঃপর তিনি কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খানের অধীন

www.ahlehadeethbd.org

চাকুরী গ্রহণ করেন। এখান হইতেই তাঁহার রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত হয়। তিনি আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খানের হিরাত অভিযানে তাঁহার সাহচর্য করেন। কাবুলে অবস্থান কালে তিনি আরবী ভাষায় আফগানিস্তানের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। অতঃপর আমীর দোস্ত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তিনি তৎপুত্র এবং কিছু সময়ের জন্য কাবুলের আমীর আ'যম খানের পক্ষাবলম্বন করেন। আযম খানের স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালে জামালুদ্দীন তাঁহার মন্ত্রীরূপে কাজ করেন। কিন্তু শীঘ্রই শের আলী খান ও আ'যম খানের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ শুরু হইলে সাইয়িদ জামালুদ্দীনও তাহাতে জড়াইয়া পড়েন। আযম খানের পতন হইলে তিনি আফগানিস্তান পরিত্যাগ করার সংকল্প করেন এবং ১২৮৫ হিঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হজ্জে যাওয়া উপলক্ষ করিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করিয়া পাক-ভারতে আসেন।

জামালুদ্দীনের কনস্টানটিনোপল গমন

পাক-ভারতে কিছুকাল অবস্থান করার পর জামালুদ্দীন কায়রো গমন করেন। কায়রোতে তাঁহার পক্ষকাল অবস্থান কালে তিনি জামে আযহারের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহিত পরিচিত হন। এখানে তিনি তাঁহার বাস গৃহেই সমবেত ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। অতঃপর ১২৮৭ হিঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছেন। সাইয়িদ জামালুদ্দীনের বিদ্যাবত্তা ও রাজনীতিজ্ঞানের খ্যাতি পূর্ব হইতেই কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং তিনি সেখানে তুরস্কের পণ্ডিতমণ্ডলী ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অতিশয় সম্মান ও আন্তরিক সমাদরের সহিত গৃহীত হইলেন। তিনি শীঘ্রই শিক্ষা সংসদে নিযুক্ত হইলেন এবং আয়া সোফিয়া মসজিদে জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহূত হইলেন। দারুল ফুনূনে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) তিনি শিল্প কলা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি পয়গম্বরীকেও সামাজিক শিল্প শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহাতে শায়খুল ইসলাম হাসান ফাহমীর পক্ষে তাঁহাকে বিপ্লবী ভাব-ধারার জন্য অভিযুক্ত করার সুযোগ হইল। ফাহমী পূর্ব হইতেই সাইয়িদ জামালুদ্দীনের বর্ধিষ্ণু প্রভাবে ঈর্ষ্যাতুর হইয়া পড়িতেছিলেন। এক্ষণে এই বক্তৃতা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ দিল। শত্রুগণের ষড়যন্ত্রের জন্য শেষ পর্যন্ত জামালুদ্দীনকে কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করার ও কায়রো গমন করার সংকল্প করিতে হয়।

কায়রোতে জামালুদ্দীন

কায়রোতে সাইয়িদ জামালুদ্দীন শাসন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। সরকার তাঁহাকে কোনও বিশেষ কর্তব্যে আবদ্ধ না করিয়াই তাঁহার জন্য বার্ষিক ১২০০০ মিসরীয় পিয়াস্তার বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। যে সমস্ত ছাত্র তাঁহার বাসস্থানে সমবেত হইত তাহাদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহাকে দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত তিনি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের উচ্চতর শাখাগুলি সম্পর্কে সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিশিবার ও আলোচনা করিবার অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

এখানে জামালুদ্দীনের শিক্ষাদানের ধারা ছিল এইরূপ:—তিনি প্রথমে কোন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তারপর ইউরোপীয় কোন গ্রন্থকারের এই বিষয়ে লিখিত ও আরবীতে অনূদিত গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। অতঃপর ঐ বিষয়ে প্রাচীন মুসলিম লেখকের গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশও পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এই ভাবে তিনি ইউরোপীয় ও প্রাচীন মুসলিম লেখকের লেখার একটা তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সঠিক ইসলামী মতই জোরের সহিত সমর্থিত হইত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহারা তাঁহার নিকট আসিত তাহাদিগকে তিনি জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ ও স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত করিতেন। মিসরেই তাঁহার সুবিখ্যাত ছাত্র পরবর্তীকালে মিসরের মহান সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহু (পরে মুফতীয়ে মিসর) তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মুহাম্মদ আবদুহুকে গড়িয়া তোলা ছিল তাঁহার এক অমর কীর্তি। এই দুই উস্তাদ-শাগরিদ মিলিত ভাবে মিসর তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ইউরোপীয় প্রভাব ও শাসন হইতে মুক্ত করার জন্য বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রে এবং প্রবন্ধ প্রকাশ ও শিক্ষা দানের মধ্য দিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন। প্রাচ্যের এই অগ্নি পুরুষ সাইয়িদ জামালুদ্দিন চাহিয়াছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা এই অধীনতার স্পর্শ ও প্রভাব দূর করিতে। সুতরাং মিসরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তাহাতে সাইয়িদ জামালুদ্দীনের যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

কিন্তু সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানীর এই সমস্ত কার্যকলাপ ইংরেজ ও তথাকার ইংরেজ ঘেষা রক্ষণশীল দলের পক্ষে আদৌ সমর্থনযোগ্য ছিলনা। এই জন্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ সরকারের চাপে মিসরের খেদীভ তওফীক পাশার তাবেদার সরকার মুহাম্মদ আবদুহুকে তাঁহার স্বগ্রামে এবং সাইয়িদ জামালুদ্দীনকে ভারতের হায়দরাবাদে ও পরে কলিকাতায় নজরবন্দ করেন।

ভারতে জামালুদ্দীন

হায়দরাবাদে অবস্থানকালে সাইয়িদ জামালুদ্দীনের নিকট অভিযোগ করা হয় যে, আলীগড় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ছাত্রগণ তথাকার শিক্ষাপ্রভাবে দাহরিয়া বা নেচারী প্রকৃতিবাদীতে পরিণত হয়। ইহা শুনিয়া তিনি ফারসী ভাষায় 'আর-রদ্দ আলাদ দাহরিয়া" নামে প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তক খানী পরে তাঁহার মিসরীয় ছাত্র মুহাম্মদ আবদুহু কর্তৃক তাঁহার বেরুতে অবস্থান কালে ১৩০৩ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। হায়দরাবাদে অবস্থান কালেই তিনি স্যার সাইয়িদ আহমদ খান কর্তৃক রচিত কুরআনের উর্দু তফসীরের সমালোচনা রচনা করেন। ইহাতে তফসীরকারকের নামের উল্লেখ ছিলনা। সমালোচনাটির শিরোনাম ছিল তফসীরে মুফাস্‌সির (জনৈক তফসীরকারকের তফসীর)। এই সমালোচনা সাইয়িদ জামালুদ্দীনের আরও কতকগুলি শিক্ষা, দর্শন, নীতি বিষয়ক সাময়িক প্রবন্ধ সহ ১৩১২ সৌর হিজরী সালে কালালাহ যাওর প্রেস, তেহরান হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে সাইয়িদ আহমদ মু'তাযিলাদের তফসীর হইতে যে সমস্ত প্রকৃতিবাদী বা তথা কথিত যুক্তিবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন তাহার প্রতিবাদ করা হয়।

সাইয়িদ জামালুদ্দীনের ভারত ত্যাগ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিসরের জাতীয় আন্দোলন প্রশমিত হইলে সাইয়িদ জামালুদ্দীনকে ভারত ত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভারত হইতে তিনি আমেরিকা গমন করেন। তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে কয়েক মাস তথায় অবস্থানও করেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আমরা কিছু সময়ের জন্য লণ্ডনে দেখিতে পাই।

প্যারিসে জামালুদ্দীন

ইহার পর তিনি প্যারিসে গমন করেন এবং নির্বাসিত ও বেরুতে অবস্থানরত শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুকে আহ্বান করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বেরুত হইতে প্যারিস রওয়ানা হন। প্যারিসে উভয় উস্তাদ-শাগরিদ মিলিত ভাবে "আল-'উরওয়াতুল উসকা" নামে একটি আনজুমান প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আনজুমানের মুখপত্র হিসাবে তাঁহারা "আল 'উরওয়তুল উসকা" নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতে শুরু করেন।

www.ahlehadeethbd.org

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৫ই জুমাদাল উলা ১৩০১।১৩ই মার্চ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই পত্রিকা মিসর ও পাক-ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ফলে ইহা ঐ সকল দেশে আবৃত করিয়া প্যাকেট হিসাবে পাঠাইতে হইত। সকল বাধা নিষেধ সত্বেও পত্রিকা খানির দশ মাস কাল সময়ে ১৮টি সংখ্যা বাহির হয়। ইহার শেষ সংখ্যা ২৬শে যুলহিজ্জাহ, ১৩০১ হিজরী, ১৭ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহা নির্ভীক সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলীর জন্য মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিশ্বে তুমুল রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পত্রিকার সমুদয় সংখ্যার একত্রে পুনর্মুদ্রণ হওয়াই উহার জনপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ। এই পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিতেন কোনও পাক ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী।

জামালুদ্দীন আফগানীর সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় প্যারিসেই। তাঁহার এই সাহিত্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম দেশ সমূহে বৃটিশ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ, রুশ-বৃটিশের প্রাচ্যনীতির সমালোচনা, তুরস্ক, ইরান ও মিশরের অবস্থা বিশ্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরা এবং সুদানের মাহদী আন্দোলনের ব্যাখ্যা করা। এই সময়ই তিনি তাঁহার জ্বালাময়ী লেখনী দ্বারা মুসলিম বিশ্বকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি সাগ্রহে তাঁহার বিশ্বরাজনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে থাকে। এই সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক আর্নেষ্ট রেনাঁর বিরুদ্ধে তাঁহার বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বিতর্কের সূচনা হয় রেনাঁর "ইসলাম ও সায়েন্স" নামে সরবোন বক্তৃতায়। ইহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম বিজ্ঞান আলোচনার বিরোধী। জামালুদ্দীন ইহার প্রতিবাদে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা ফরাসী ভাষায় Journal des Debats নামক পত্রিকায় এবং জার্মান ভাষায় জার্মানীর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় সুদানে মাহদী আন্দোলন দমন করিবার জন্য বৃটিশ প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

ঈরানে জামালুদীন

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঈরাণের শাহ নাসিরুদ্দীন কাজার তাঁহাকে ঈরানে আসার জন্য টেলিগ্রাফযোগে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তেহরান পৌঁছিলে তাঁহাকে অতিশয় সম্মান ও সমাদরে গ্রহণ এবং উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু তেহরানে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই শাহ তাঁহার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে সন্দিহান হইয়া পড়েন। ফলে জামালুদ্দীনকে স্বাস্থ্যের ওজুহাতে ঈরান ত্যাগ করিতে হয়। ঈরান হইতে তিনি রাশিয়া যান।

রাশিয়ায় তিনি পূর্বের ন্যায়ই রাজনৈতিক তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীতে গমন পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন যখন ইউরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন মিউনিকে একবার তাঁহার সহিত জামালুদ্দীনের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি পুনরায় জামালুদ্দীনকে তাঁহার সহিত ঈরান গমনের জন্য অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয়বার ঈরানে আসিয়া তিনি শাহের অনুকম্পার ক্ষণস্থায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা বেশী অনুভব করিলেন। শাহ প্রথমে তাঁহার প্রতি খুব বেশী মহানুভবতা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিরযা আলী আসগর খান আমীনুস্ সলতানাত্ তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। পরম জনপ্রিয় জামালুদ্দীনকে তিনি তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিলেন। ইহার ফলে তিনি ক্রমশঃ জামালুদ্দীনের বিরুদ্ধে শাহের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জাগরূক করিতে সচেষ্ট হইলেন। জামালুদ্দীন বিচার বিভাগের যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংস্কার করিতে চাহিতেছিলেন তাহাতে তাঁহার এই শত্রুতা সাধনের সুযোগও মিলিয়া গেল। বিপদ বুঝিয়া জামালুদ্দীন 'শাহ আবদুল আযীম' নামক শী'আগণের এক পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সাত মাস কাল অবস্থান করেন। তাঁহার বহু বন্ধু বান্ধব ও গুণগ্রাহী এখানে সর্বদা তাঁহার নিকট আগমন করিতেন এবং তাঁহার নিকট পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা এবং অনুন্নত দেশ গুলির সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর প্ররোচণায় শাহের আদেশে এই পবিত্র স্থানের পবিত্রতা অগ্রাহ্য করিয়া ৫০০ অশ্বারোহী সেনা দ্বারা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁহাকে গ্রেফতার ও শৃঙ্খলিত করিয়া শীত ঋতুর মধ্যভাগে তীব্র শীতের মধ্যে ঈরান সীমান্ত পার করিয়া তুর্ক-ঈরান সীমান্তের যানিকীন নামক শহরে রাখিয়া আসা হয়। এখান হইতে তিনি বসরায় গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন।

সাইয়িদ জামালুদ্দীনের এইভাবে নিষ্ঠুর অপমানকর ও অমানুষিক নির্বাসন ঈরানে বিপ্লবী ও সংস্কার কামীদিগকে আরও সুসংহত ও দুর্বার করিয়া তুলিল। তাঁহাদের কর্মতৎপরতাকে ইতিপূর্বেই প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত তামাক ব্যবসায়ের কুখ্যাত একচেটিয়া অধিকার দানে। এই একচেটিয়া অধিকার দান দ্বারা শাহ ঈরানের রাজস্বের একটি প্রধান উৎসকে ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দেন। এই অধিকার পূর্বে প্রদত্ত আরও বহু অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের ফলে ঈরানে ইউরোপীয়দের, বিশেষতঃ ইংরাজদের প্রাধান্য প্রকট হইয়া উঠে এবং ঈরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। দেশের এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে তিনি আরও জোরে শোরে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালাইতে থাকেন। জামালুদ্দীনের স্বয়ং বসরা হইতে সামারবার মুজতাহিদ আলহাজ্জ মিরযা মুহাম্মদ হাসান আসসিরাযী ও ঈরানের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতা ও মুজতাহিদগণকে জ্বালাময়ী পত্র দ্বারা উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ফলে বিপ্লবীগণ প্রকাশ্যভাবেই তাহাদের কর্মতৎপরতা চালাইতে লাগিলেন।

অতঃপর জামালুদ্দীন বসরা হইতে লণ্ডন গমন করেন। এখানেও তিনি তাঁহার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। লণ্ডন হইতে তিনি "যিয়াউল খাফিকাইন" (উভয় গোলার্ধের আলোক) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই পত্রিকা প্রচারে তাঁহাকে সাহায্য করেন ইসফাহানের স্বাধীনতাকামী পণ্ডিত ম্যালকম খান ইসফাহানী। জামালুদ্দীন ঈরানের প্রধান মন্ত্রী আলী আসগর খানের নিষ্ঠুর কুশাসনের দিকেও মুজতাহিদ ও ঈরানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঈরানের ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এইভাবে উত্তেজিত করার ফল এই হইল যে, মুজতাহিদগণ ফতওয়া জারী করিলেন যে, যতদিন বিদেশীর হাতে তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় থাকিবে ততদিন ঈরানবাসীর জন্য তামাক ব্যবহার হারাম। ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া ক্ষতিপূরণ সহ এই চুক্তি রদ করিতে হইল। অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ মিরযা মুহাম্মদ রিযা নামক জনৈক ব্যক্তি কতৃক শাহ নাসিরুদ্দীন কাজার গুলীর আঘাতে নিহত হইলেন।

পুনঃ কনস্‌টান্টিনোপলে

লণ্ডনে স্বল্পকাল অবস্থানকালে সাইয়িদ জামালুদ্দীন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রুস্তম পাশার হস্তে সুলতান আবদুল হামিদের লিখিত আমন্ত্রণ লিপি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কনস্‌টান্টিনোপলে পৌঁছিলে তাঁহাকে ৭৫ তুর্কী পাউণ্ড বৃত্তি ও ইলদিজ প্রাসাদের নিকট নিশানতাশ পাহাড়ে একটি সুদৃশ্য গৃহ প্রদান করা হয়। তিনি এখানে আরামে বাস করিতে থাকেন এবং যাহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎদান ও তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা

www.ahlehadeethbd.org

করিতেন। এখানেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি এক দিকে সুলতানের অনুকম্পা ও অপর দিকে তাঁহার সভাসদদের চক্রান্ত এই উভয় অবস্থার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি অনেক বার কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগের অনুমতি চান। কিন্তু সুলতান তাঁহাকে অনুমতি দিলেন না।

তাঁহার বিরুদ্ধে দরবারীদের চক্রান্তের একটি নিদর্শন এই যে, মিসরের যুবক খেদিব আব্বাস পাশা প্রথম বারের জন্য কনষ্টান্টিনোপল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁহাকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নাই, তিনি কোনরূপে জানিতে পারেন যে, সাইয়িদ জামালুদ্দীন প্রত্যহ মিঠা পানির (ঝর্ণার) তীরে বেড়াইতে বাহির হন। আব্বাস পাশাও যেন ঘটনাক্রমেই একদিন সেখানে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। এই সামান্য ঘটনাটি খলীফার নিকট বিকৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যে, সাইয়িদ জামালুদ্দীন ও খেদিব পরামর্শ করিয়াই সেখানে মিলিত হইয়াছিলেন এবং সাইয়িদ জামালুদ্দীন খেদিবকে জানান যে, তিনিই (খেদিব) প্রকৃত খলীফা।

দারুল খিলাফতের এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ফলেই সাইয়িদ জামালুদ্দিন ৯ই মার্চ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওষ্ঠে কর্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করেন। লোকে সন্দেহ করে যে, তিনি শায়খুল ইসলাম আবুল হুদার চক্রান্তে বিষ প্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন।

সাইয়িদ জামালুদ্দীন ছিলেন একাধারে একজন মহান দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনীতিক, সুবক্তা, সুলেখক এবং সাংবাদিক। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যই ছিল মুসলিম বিশ্বকে ইউরোপীয় শাসন, শোষণ ও তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত করা এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে শী'আ রাষ্ট্র ঈরান সহ একতাবদ্ধ করতঃ একটি পৃথক শক্তিশালী মুসলিম জোট গঠন করা। এই উদ্দেশ্যেই তুরস্কের সুলতান আবদুল হামীদ তাঁহাকে কনষ্টান্টিনোপলে আহ্বান করেন। কিন্তু সুলতানের নিজের দুর্বলতা, নিজ দরবারের হীন ষড়যন্ত্র ও ইউরোপীয় চক্রান্তের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে তিনি স্বাধীনতার ও স্বাধীন চিন্তার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন উত্তর কালে মুসলিম বিশ্বের লব্ধ স্বাধীনতা তাহারই ফল।

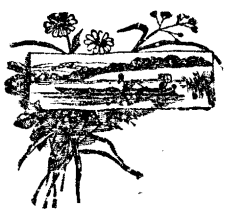

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম

॥ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামী অর্থনীতির ক খ
(ধন ও ভূমির অধিকার বণ্টন ও ব্যবস্থা)

৭৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পাবনা হইতে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ইহা তর্জুমানে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকটির মূল্য রাখা হয় ১৲ টাকা।

পুস্তকের শিরোনামাতেই আলোচ্য বিষয় বস্তুর ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইসলাম প্রবর্তিত-অর্থনীতির মূল এবং আশু কথাটিই এই পুস্তকের আলোচনার বিষয় বস্তু।

লেখক কি উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনার শ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকের এক জায়গায় তাহা পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও মাতৃভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ নাই। আরাবী সাহিত্যে যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা এত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির চয়ন ও সম্পাদন দুরূহ ব্যাপার অথচ ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে পাকিস্তান বিঘোষিত হওয়ার পর ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হওয়া জাতীয় অপরাধের অন্তর্গত। যোগ্য ব্যক্তিদের নিশ্চেষ্টতার দরুণ একদল অনভিজ্ঞ ইসলামের অর্থ-নৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন এবং বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। যাহাতে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক গবেষণা কার্য অবিলম্বে আরম্ভ হয়, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজকে তজ্জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বহুরূপী অক্ষমতা সত্ত্বেও এই শ্রম স্বীকার করা হইতেছে। (৬০ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, অর্থনীতি সম্পর্কিত ইসলামী আদর্শবাদের বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনার জন্য বহু সংখ্যক পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কেবল ভূমি ও ধনের অধিকার ও বণ্টন সম্পর্কে ইছলামী আদর্শের ইংগিত করা হইবে। (১৮ পৃঃ)।

পুস্তকের সূচনায় গ্রন্থকার বর্তমানে দুনিয়ায় প্রচলিত বিজাতীয় পরস্পর বিরোধী দুই অর্থ ব্যবস্থার পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের বিশ্লেষণ পূর্বক উহাদের আসল স্বরূপ অতি চমৎকার ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। পুঁজিবাদের পরিণতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন.

"পুঁজিবাদ ব্যষ্টির মধ্যে এমন এক সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব উন্মেষিত করে যে, তাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্ধার সাধন করে সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত সব সময় লড়াই লড়িতে থাকে। ফলে সম্পদ বণ্টনের সমতা বিগড়াইয়া যায়। একদিকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ভাগ্যবান পুরুষ গোটা জাতির সম্পদ ও জীবিকার উপায় কুক্ষিগত করিয়া বড় বড় তালুকদার, জমিদার, জায়গীরদার ও ক্রোড়পতিতে পরিণত হয়, তাঁহারা স্বীয় পুঁজির যোরে পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত ধনভাণ্ডারকে অনবরত টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের সিন্দুকে ভর্তি করিতে থাকে; অপর দিকে সমষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হইতে হইতে এবং সম্পদ ও জীবিকার বাটোয়ারায় তাহাদের ভাগ

www.ahlehadeethbd.org

কমিতে কমিতে শূন্যের স্থানে আসিয়া পড়ে।..... পরিণামে জাতির অর্থনৈতিক দেহে রক্ত স্রোতের প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের অধিকাংশ ইন্দ্রিয় রক্তাভাবে শুকাইয়া কাঁটা হয়, আর উত্তমাংগে রক্তের চাপ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া—শেষে সমাজ দেহ হার্টফেইল করে।" (১১ পৃঃ)

মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও অধিকার বঞ্চনা-কারী কম্যুনিজমের কুফল আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "অর্থনীতি ও তমদ্দুনের গোড়ায় যে বস্তু প্রেরণা যোগায়.....কম্যুনিজম সেই আসল বস্তুটাকেই গলা টিপিয়া মারিতে চাহিয়াছে, অধিকন্তু বিভিন্ন পুঁজিপতির অবসান ঘটাইয়া কম্যুনিজম অন্য এক দুর্দান্ত, অপ্রতিহত ও বিরাট পুঁজিপতিকে জন্ম দিয়াছে, এই পুঁজিপতির নাম কম্যুনিষ্ট রাজ্য। পুঁজিপতিদের হৃদয়-তারে সাধারণ মনুষ্যত্ব ও অনুভূতি বৃত্তির যে যৎসামান্য ও ক্ষীণ রেশ মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইতে দেখা যায় উল্লিখিত লা-শরীকা-লাহু পুঁজি-পতির ভিতর তাহার লেশ মাত্রও নাই। ..... স্টেটের প্রস্তাবলের নিকট হইতে সে মেশিনের মত কাজ আদায় করিবে আর ঠিক মেশিনের মতই নির্বিকার, নির্মম ও স্বৈরাচারীভাবে জীবিকা বণ্টন করিবে।"

পরস্পর বিপরীত এই দুই অর্থনৈতিক আদর্শ-বাদের সংঘাতে আজিকার পৃথিবী শুধু দ্বিধাভক্তই নয়, অশান্তি বিক্ষুব্ধও। মানুষ কোথাও শান্তির আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছে না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার মত পরিবেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু "ইসলাম ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থকে পৃথক করিতে চায় নাই বরং উভয় বিধ স্বার্থবোধের ভিতর এক মনোরম সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। ফলে ইছলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগ, সাহায্য ও সমর্থনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ইসলামী অর্থনৈতিক বিধি বিধান মানব সমাজকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, "যে যাহা উপার্জন করিতে পারে, করিতে থাকুক, কিন্তু প্রত্যেকের উপার্জনের মধ্যে যে অপরের অংশও রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবেনা। প্রত্যেকে অপরের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইবে, তেমনি অপরকে উপকৃত করিতে হইবে।" উক্ত বিধান আরও শিক্ষা দিয়াছে যে, "আয় ব্যয়কে সঠিক ভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিবে। সে বিধানের অধীনে কেহ ক্ষতিকারক উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জন করার অধিকারী হইবে না। সম্পদ ও জীবিকা এক স্থানে বা মুষ্টি-মেয় লোকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইতে পারিবে না। একজনের ভূম্যাধিকারী হওয়ার জন্য সহস্র ব্যক্তির ভূমিহীন মযদুরে পরিণত করার,...মুষ্টিময় লোককে লক্ষপতি ও কোটিপতি হইবার সুযোগ দিবার জন্য সহস্র ও লক্ষ ব্যক্তিকে নিরন্ন ও বুভুক্ষু থাকিবার ব্যবস্থা এই বিধান স্বীকার করে না, অথচ যোগ্যতা, বল ও অধ্যবসায়ের তারতম্যানুসারে বৈধ উপার্জনের মধ্যে যে প্রভেদ ও তারতম্য ঘটা সুনিশ্চিত, উপরিউক্ত বিধান তাহাদের প্রতিরোধ করে না।" (১৮ পৃঃ)

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর মানুষের অধিকার এবং উহার বণ্টন পদ্ধতি ইসলাম এমনভাবে ব্যবস্থিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে যাহার ফলে কাহারো উপর অবিচার হয় না, কেহই ক্ষতি গ্রস্ত হয় না। এই সূত্র অনুসারেই কূপ, হাউয, পুকুর, খাল, ছোট নদী, বড় নদী, সাগর প্রভৃতির পানি, মাছ, বনের হরিণ, আকাশের পাখী, নদ নদী ও সাগরের অভ্যন্তরের অম্বর, মুক্তা, লবণ; খনিজ লবণ, কেরোসিন পাথর কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি, এবং গুপ্ত ধন, তৃণ ও ঘাস জাতীয় গাছ, নল খাগড়া.পতিত জমি,চারণ ভূমি, পাহাড়, পর্বত এবং উহাদের জ্বালানী, মধু ও ফলমূল, কাষ্ঠ প্রভৃতির কোন্‌টি কোন অবস্থায় কখন ব্যক্তির, কখন সর্ব সাধারণের এবং হুকুমতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা কুরআন, হাদীস, ফিকাহ এবং বিশিষ্ট ইসলামী শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত উধৃত করিয়া গ্রন্থকার উহাদের প্রত্যেকটির পর্যালোচনা পূর্বক স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি উহার মধ্যে কতিপয়

www.ahlehadeethbd.org

বস্তুতে সকলের সমানাধিকারের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের বিশ্ববিশ্রুত অমূল্য গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' হইতে গ্রন্থকার ইসলামী অর্থনীতির ১২টি সূত্রের অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন, সূত্রগুলিতে শাহ ওয়ালিউল্লার সমাজ এবং ইসলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার মত যে চিত্তবৃত্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তি এবং প্রকাশ ভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব, আজিকার অর্থবিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষতার দিনেও পরম বিস্ময়কর। উহার চয়ন এবং অনুবাদে মওলানা মরহুমও কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই।

পতিত জমির অধিকার সম্পর্কে আলোচনায় উহাকে মসজিদ ও সরাই এর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মসজিদের একস্থানে কোন মুছল্লী নামাযের জন্য উপবেশন করিলে অথবা সরাইয়ের কোন অংশে কোন পথিক তাহার ডেরা ফেলিলে যেমন উক্ত মুছল্লী বা পথিককে উঠাইয়া দেওয়া চলেনা, সেইরূপ পতিত ও অনধিকৃত ভূখণ্ডের কোন অংশ কেহ ঘিরিয়া লইলে সে হইবে উহার ব্যবহারের অধিকতর হকদার। উপরোক্ত সূত্রের প্রমাণ রসূলুল্লার (দঃ) হাদীস হইতে পেশ করা হইয়াছে।

আরেকটি সূত্র মতে অক্ষম লোক ব্যতীত আর কেহই যাহাতে বেকার না থাকে রাষ্ট্র সরকারকে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপর একটি সূত্রমতে যে সব বস্তু স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট হয় এবং যাহা ব্যবহার করার জন্য কাহারো বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দান ও শ্রমের আবশ্যক হয় না, তাহা সরকারী দখলে থাকিবে—অর্থাৎ উহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার সকলের জন্যই সমান। অগ্রাধিকার ও পরিমাণ সম্পর্কে লেখকের দলীলভিত্তিক মন্তব্য এই যে, নিকটতম ব্যক্তির দাবী অগ্রগণ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবীও অগ্রাহ্য।

ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা

ইহা মাত্র ২২ পৃষ্ঠার একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা জমঈয়ত দফতর পাবনায় অবস্থিতিকালে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন প্রকাশিত হয়, মূল্য রাখা হয় ছয় আনা।

পুস্তিকার ভূমিকায় উহা প্রকাশের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, "ইসলামী অর্থনীতির ক খ" সংকলিত হওয়ার পর ধন বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গী তুলনামূলকভাবে ব্যক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি চিন্তাশীল দলের সম্মুখে সমুপস্থিত করা হ'ল।"

দুঃখের বিষয় মুখ্যতঃ যাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহাদের খুব কম লোকেরই ইহা পড়িয়া দেখার অবসর ঘটিয়াছে। সহজ ও চলতি ভাষায় এবং চমকপ্রদ ভঙ্গীতে লিখিত হইলেও ইহাতে আলোচিত অর্থ ও সম্পদ বণ্টনের অর্থনৈতিক ফর্মূলার গভীরে প্রবেশ করা সাধারণ পাঠক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর নহে।

পুস্তিকায় গোড়া অর্থনীতিবিদ, আশাবাদী প্রাচীন সমাজতন্ত্রী, আধুনিক বৈপ্লবিক সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী, কম্যুনিষ্ট, এনার্কিস্ট শ্রেণী, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী প্রভৃতির ধনবণ্টনের উপস্থাপিত ফর্মূলা গুলি লেখক সংক্ষেপে রসাল ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া উহার প্রত্যেকটির দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্বশেষে ইসলাম ধনবণ্টনের মূলে যে নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে তাহার সূত্রটি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। সূত্রটির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১। "ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষকে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমার জন্য খাদ্যও তৈরী করেছেন। তিনি যেমন তোমাকে কতকগুলো প্রয়োজন দিয়েছেন—তেমনি সেগুলো মেটাবার উপাদানও তিনি সৃষ্টি করেছেন।"

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের অন্যার্থ আয়াতের উপর উপরোক্ত দাবী দণ্ডায়মান। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক আর বুনিয়াদী প্রয়োজন মিটাইবার দাবী ইসলাম স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

২। অপর পক্ষে ইসলামে "মানুষের পারস্পরিক বিভিন্নরূপী শ্রেষ্ঠত্বের নীতিও একটি বাস্তব বিষয় বলে স্বীকৃত হয়েছে।"

৩। ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাহিয়াছে যে, "প্রত্যেকের জন্য এমন অপরিমিত সুযোগও থাকা আবশ্যক যাতে ক'রে মানুষ স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে সম্মুখে কদম বাড়িয়ে যেতে পারে। আর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও উপার্জনের বৈধতার পথ ধরে পরস্পরকে অতিক্রম করার সুযোগও লাভ করতে পারে।"

(৪) "যাদের কাছে সম্পদ সৃষ্টির উপাদান আর যোগ্যতা আদৌ নেই, অথবা জীবন যাপন করার পক্ষে যতটুকু আবশ্যক সে পরিমাণের অভাব রয়েছে তার সেই অভাবটুকু পূরণ করার জন্য দায়ী হবে রাষ্ট্র আর সমাজ।"

কারণ তাঁহার মতে সৃষ্টিকর্তা জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাইবার যে গ্যারান্টি দিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর। এজন্য যাকাত প্রভৃতির আদায় ও বণ্টন এবং অভাব নিবারণের অন্যবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।

গ্রন্থকারের সর্ব শেষ বক্তব্য এই যে, সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের জীবন যাপনের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা কায়েম করার জন্য একটি সুসমঞ্জস ফর্মূলা অত্যাবশ্যক আর সে ফর্মূলা শুধু ইসলামী অর্থবিজ্ঞানের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এই ফর্মূলায় "স্বত্বাধিকারের পূর্ণ অবলোপনের প্রশ্ন দেখা দেবে না। জনগণের উপার্জনে স্টেটের কণ্ট্রোল বা ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণের সম্ভাবনাও উপস্থিত হবে না।'

কিন্তু ধন বণ্টনের ইসলামী ফর্মূলা বিপ্লবাত্মক। এই জন্যই উহা "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ছাড়া কার্যকরী করা সম্ভবপর হবে না আর এর সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কঠোর সাধনা ও নিভৃত গবেষণার আবশ্যক।"

আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকায় উক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল না। জীবনের গতি অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া না গেলে হয়ত এ ক্ষেত্রেও তাঁহার সাধনা ও গবেষণার ফল অন্ততঃ কিছুটা দৃষ্টিগোচর হইত। তবে ভূমিকার উপসংহারে তিনি তাঁহার যে আন্তরিক আশা এবং বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করিতেছি। তিনি বলেন, "সোস্যালিজম ও কম্যুনিজমের চর্বিতচর্বন না ক'রে স্বাধীন ও অবিমিশ্র ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর বুনিয়াদে মুসলমান অর্থনীতি-বিশারদগণ এই বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হ'লে দুঃস্থ মানব সমাজ উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে—অলমতি বিস্তরেণ।"

আল ইসলাম বনাম কম্যুনিজম

৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা, ৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ ঢাকায় স্থানান্তরিত আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

এই পুস্তিকা প্রকাশের পটভূমি সম্পর্কে মওলানা মরহুম সূচনায় নিজেই আভাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,

"বিগত ২৫শে জানুয়ারী তারীখে ময়মনসিংহ যিলার জামালপুর টাউনে আহলে হাদীস নওজোয়ানদের উদ্যোগে ষ্টেডিয়াম মাঠে (পরে গোলাম মোস্তফা পার্ক) এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার ও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত ছিলাম। নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বরাত্রে যখন আমি রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করি, তখন সভার প্রচার পত্রে ও স্বেচ্ছাসেবকগণের ধ্বনিতে অবগত হই যে, "ইসলাম ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক পরীক্ষা" আমার ভাষণের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্বাচিত হইয়াছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ একাডেমিক ও গবেষণামূলক এবং প্রস্তুতি সাপেক্ষ, প্রবাসে বহিপুস্তকও সঙ্গে ছিলনা আর তখন প্রস্তুতির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবসরই বা কোথায় ? ছেলেদের ফরমায়েশ তামীল করার জন্য সেদিন মুখে মুখে যে ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, জীবন ব্যাপী এরূপ বহু চিৎকার শূন্যে উবিয়া গিয়াছে। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব বি,এ বি-টির সৌজন্যে এই বক্তৃতাটি সুরক্ষিত হইয়াছে। ...... তাঁহার এই শ্রম স্বীকারের ফলেই বক্তৃতাটি আজ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।... ...''

ভাষণটি সঙ্গে সঙ্গেই অনুলিখিত হয় এবং বক্তৃতার দ্বিরুক্ত কথাসমূহ বাদ দিয়া স্থানে স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন সহ উহা প্রথমে তর্জুমানে, পরে পুস্তিকারে প্রকাশিত হয়।

প্রস্তুতির সুযোগ পাওয়া গেলে হয়ত এই পুস্তিকা আকারে, বিষয় বস্তুর সমাবেশে এবং উহার উপস্থাপনে অন্যরূপ হইত কিন্তু সেই অবস্থায় নিঃসন্দেহে সাধারণ শ্রোতাদের নিকট উহা ঠিক ততটা আকর্ষণীয় হইত না যতটা উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত সেই ভাষণটি হইয়াছিল।

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফীর লিখিত রচনা বলীর ভাষার কাঠিন্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কোন কোন মহল হইতে অভিযোগ আসিয়াছে, ভাষা সহজ করার জন্য অনুরোধও জানান হইয়াছে কিন্তু তাঁহার চিরাভ্যস্ত রীতির পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় নাই। বক্তৃতাও তিনি খুব সহজ ভাষায় পেশ করিতেন না, আর কোন সময়েই উচ্চমান ও গাম্ভীর্য হইতে তাঁহার বক্তৃতার স্বর নীচে নামিত না। কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব এই খানে যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও উহা সর্বশ্রেণীর শ্রোতার জন্য শুধু উপযোগী ও বোধগম্যই হইত না, উহা হইত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, পরম হৃদয়গ্রাহী, চরম আকর্ষণীয় এবং মহৎ প্রেরণার উদ্দীপক। ইহার মূলে যে সব কারণ বিদ্যমান ছিল তাহাই তাহাকে তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠতম বাগ্মীর মর্যাদা প্রদান করিয়াছিল।

এই ভাষণ তথা পুস্তিকার শুরুতে পার্থিব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব শুধু কুরআন আর যুক্তি দিয়াই নয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উক্তি ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাপ্রভুর অস্বীকারের পরিণতি কি ? তাঁহার তেজদৃপ্ত ভাষাতেই তাহা শোনা যাক :

"মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার কেড়ে নিয়ে সকলকে তাঁর ফল সমানভাবে ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেওয়া হবে"—এই দর্শন যারা প্রচার করেছিলেন, তারাই অসংখ্য লৌহ কারাগার সৃষ্টি করেছেন—যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক পঁচে মরছে। কেন এমন হয় ? রব্ব আর তাঁর রবুবীয়তকে অস্বীকার করার ফলেই এমন ঘটে। রব্ব এর স্বীকৃতি যেখানে নেই, রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং জওয়াবদিহির দায়িত্ব যেখানে নেই, সেখানে সুযোগ পেলে অপরকে কাঁদিয়ে কেন আর একজন হাসবে না ? অপরের সমাধির উপর কেন সে নিজের গগনস্পর্শী প্রাসাদ গড়ে তুলবে না ?

অন্ধকার পথে একজন টাকার তোড়া নিয়ে একাকী হেঁটে যাচ্ছে, আমার শরীরে শক্তি আছে, অন্তরে লোভ রয়েছে—কেন আমি সেটা কেড়ে নেব না ?

বিশ্বজনীন অশান্তির মূলীভূত কারণ হ'ল এখানে। কোরআন ঘোষণা করছে, "যারা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস পোষণ করে না, তাদের হৃদয় পীড়িত আর তারা দাম্ভিক।"

যারা মানব দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, মানুষকে যারা শুধু মাটির স্তূপ বলে মনে করে, মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি শুধু মাটি অথবা কৃমি কীটে পর্যবসিত হওয়া ছাড়া যারা অন্য কিছু ধারণা করতে পারে না, যারা জগৎকে অস্থায়ী এবং একটি পরীক্ষাগার বলে বিশ্বাস করে না, তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক না

www.ahlehadeethbd.org

কেন—হৃদয় তাদের পীড়িত ও রুগ্ন—তাদের কোট-প্যাত্‌লুন যতই দামী হোক, সুট আর টাই যতই মূল্যবান হোক, কোরআন ও ছুন্নাহ এবং উলামায়ে দ্বীনকে যতই তারা গালাগালি দিক তারা মঙ্গলের পরিবর্তে দুনিয়াকে অমঙ্গলের পথেই ঠেলে দেবে, শান্তির পরিবর্তে তারা অশান্তির দাবানলই প্রজ্জ্বলিত করবে।

ইসলাম বলেছিল, একজনকে খালেক ও রব্ব আর মাবুদ স্বীকার ক'রে নিতে হবে, তার প্রেরিত রসুলের (দঃ) ব্যবস্থা অনুসারে সমাজকে গড়তে আর রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে হবে।"

অতঃপর ধর্ম সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাদের বাণী উধৃত ক'রে তাদের অনুসৃত পন্থা এবং তার ফলাফল উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম এবং উহার অন্তর্নিহিত কল্যাণ-ধর্মী উদ্দেশ্য কুরআন, হাদীস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ হইতে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইসলাম মানুষে মানুষে যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে তাহাও দৃষ্টান্ত সহকারে তুলিয়া ধরা হয়। প্রসঙ্গক্রমে মুসলিম জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষিত হয়।

উপসংহারে ভাষণ লম্বা হওয়ার কৈফিয়ৎ পেশ করিয়া মওলানা মরহুম বলেন, এত কথা আজ প্রাণ খুলে বলে নিলাম এজন্য যে,

"আমার জীবনেরও সায়াহ্নকাল সমুপস্থিত। আপনাদের খেদমতে হাযীর হওয়ার আর সুযোগ পাব কিনা, সে কথা নিশ্চিত করে বলা চলেনা। কাজেই বক্তৃতা আমার লম্বা হয়ে গেল।"

লম্বা হইলেও লোকে প্রাণ ভরিয়া এই অমূল্য ভাষণটি শুনিয়াছিল, তাহাদের মনেও বোধ হয় আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে, আর বুঝি সেই মধুবর্ষী আওয়াজ ও আগুনঝরা ভাষণ আর শোনা যাইবে না!

জামালপুর ষ্টেশন আর একবার তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন ঢাকা হইতে দিনাজপুরের পথে, বাক্সে-শায়িত বরফে ঢাকা দেহ লইয়া কিন্তু তখন তাঁহার কণ্ঠ চির দিনের জন্য স্তব্ধ!

তিন তালাক প্রসঙ্গ

১৯৫৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭, মূল্য ১ টাকা।

সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়া বসে, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই পুরুষ ও স্ত্রীর মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠে, সংসার যাত্রা উভয়ের পক্ষে দুর্বিসহ, এমন কি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। উল্লেখিত সংকটে পতিত হইয়া অনেকেই শরীঅতে উহার প্রতিকার কি তাহা জানিবার জন্য জমঈয়ত দফতরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন পাঠাইয়া থাকেন। জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীসে বহুবার ঐ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া সত্বেও এই সমস্যায় পতিত হইয়া দাম্পত্য ও পারিবারিক অশান্তি ডাকিয়া আনার যেমন বিরতি নাই, তেমনি জিজ্ঞাসারও অন্ত নাই। সুতরাং এই সমস্যায় কুরআন ও হাদীস-নির্ভর সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিয়া ঐরূপ তালাকদত্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের ভিতর ফেরত লইয়া ঘর সংসার করিতে থাকে, একদল গোঁড়া ও অপরিণামদর্শী লোক এইরূপ যৌন সম্পর্ককে ব্যভিচার রূপে আখ্যাত করার স্পর্ধা দেখাইয়া ঐরূপ দম্পতিকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখার ধৃষ্টতাও প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ লোকদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ তিন তালাক সম্পর্কে আহলে হাদীস জামাতের দৃষ্টিভঙ্গী সরকার এবং আইন কমিশনকে অবহিত করান প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ মতভেদ মূলক বিষয়ে শরীঅতের অনুসরণীয় মূল নীতি কি তাহাও কুরআন ও হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে জানিয়া লওয়া কর্তব্য।

এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মরহুম হযরত মওলানা মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফী এই পুস্তিকা খানি সঙ্কলন করেন। মাত্র ৫৭ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও ইহার জন্য গ্রন্থকারকে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এজন্য ৮ খানা প্রসিদ্ধ তফসীর গ্রন্থ, ৯ খানা হাদীস গ্রন্থ, ১৪ খানা হাদীসের ভাষ্য, ৯ খানা ফিকাহ গ্রন্থ, ২ খানা প্রামাণ্য ফতোয়ার কিতাব, রিজাল শাস্ত্রের ২ খানা গ্রন্থ এবং আকায়িদ প্রভৃতি ও বিবিধ বিষয়ে ১১ খানা—মোট ৫৫টি বড় বড় গ্রন্থের মহাসমুদ্র তাঁহাকে মন্থন করিতে হইয়াছে।

এই পুস্তিকায় যে সব বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে: তালাক দেওয়ার শরীঅতসঙ্গত রীতি, একত্রিত তিন তালাকের শর্‌য়ী অবৈধতা, তালাক সম্পর্কিত আয়াত এবং দুইটি হাদীসের ব্যাখ্যা, একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে বিদ্বানগণের দশ প্রকার মতভেদ, রসুলুল্লার (দঃ) যুগে, হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত কালে এবং হযরত ওমরের শাসনামলের প্রথম ২ অথবা ৩ বৎসর পর্যন্ত একত্রিত তিন তালাককে এক তালাকরূপে গণ্য হওয়ার কতিপয় বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত হাদীস একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক রূপে গণ্য করার ৮টি আপত্তি এবং উহার প্রত্যেকটির দলীলভিত্তিক জওয়াব প্রভৃতি।

যে সকল ব্যক্তি দাবী করিয়া থাকেন যে, একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করিতে হইবে বলিয়া বিদ্বানগণ ইজমা করিয়াছেন, তাহাদের দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য গ্রন্থকার প্রথমে ৩৪টি প্রামাণ্য গ্রন্থের (তফসীর হাদীসের ভাষ্য, ফতোয়ার গ্রন্থ প্রভৃতি) একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, ঐ সব গ্রন্থে এই বিষয়ে বিভিন্ন যুগের আলিমগণের মতভেদের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাকরূপে অভিমত প্রকাশকারী সাহাবা, আহলে বায়েত, তাবেয়ী, তাবে'তাবেয়ী, অনুসরণীয় ইমামগণ এবং তৎপরবর্তী কাল হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ইসলামী শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ গণের এক সুদীর্ঘ তালীকা, তাহাদের নাম ও অভিমত এবং কোন্ কেতাবে তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকরূপে গণ্য করার দাবী অসার এবং অমূলক।

তিনি বলেন, "পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ্বান ইহার বিপরীত ইজমা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াও দাবী করিয়াছেন হাফেয ইব্‌নুল কাইয়েম তদীয় ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীনে [(৩) ৪৮ পৃষ্ঠা] লিখিয়াছেন, "আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফত যুগ হ'তে উমর ফারুকের খিলাফতের তিন বৎসর কাল (মোট সাড়ে পাঁচ বৎসর) পর্যন্ত সমুদয় সাহাবী ফতওয়া বা স্বীকৃতি বা মৌন সম্মতি দ্বারা এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে, একত্রিত তিন তালাক প্রকৃতপক্ষে এক তালাকই। তাই কোন কোন বিদ্বান দাবী করিয়াছেন যে, ইহাই শাশ্বত ইজমা।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 'সকল যুগেই বিদ্বানগণ সমষ্টিগত তিন তালাক সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বিদ্বানগণের মতভেদ ক্ষেত্রে সর্বদা দলীল ও প্রমাণকেই অগ্রগণ্য করা আবশ্যক আর পক্ষপাত শূন্য দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আহলে হাদীস বিদ্বানগণের পরিগৃহীত প্রমাণ সমূহের বলিষ্ঠতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেই।"

তবু অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে হযরত ওমর—রসুলুল্লার (দঃ) পবিত্র যুগে, হযরত আবু বকরের খিলাফতে এমন কি স্বয়ং তাঁহার খিলাফতের প্রাথমিক বৎসর গুলিতে যাহা প্রচলিত ছিল সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধচরণ করিলেন কেন? গ্রন্থকার এই প্রশ্নের অতি চমৎকার এক যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ইসলামী বিধান সমূহ

www.ahlehadeethbd.org

দুই প্রকার, এক শ্রেণীর বিধান শাশ্বত এবং চির অপরিবর্তনীয়। (তিনি লিখিয়াছেন,) "দ্বিতীয় আইন-গুলি জনকল্যাণের খাতিরে এবং স্থান কাল ও পাত্রভেদে এবং অবস্থাগত হেতুবাদে সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে।" তিনি এইরূপ পরিবর্তনের কতিপয় নযীর উল্লেখ করিয়া অতঃপর লিখিয়াছেন, "হযরত উমর তালাক ব্যাপারে লোকদের বাড়াবাড়ির কারণে শাস্তি ও দণ্ডস্বরূপ এক সঙ্গে দেওয়া তিন তালাকের জন্য তিন তালাক নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যুগের অবস্থা আর জাতির স্বার্থের জন্য আমীরুল মু'মনীনরূপে তাঁহার এরূপ করার অধিকার ছিল।"

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সুস্পষ্ট যে, খলীফা ও শাসনকর্তাগণের উপরিউক্ত ধরণের শাসনমূলক ব্যবস্থা গুলির প্রকৃতি সর্বদাই অস্থায়ী ও পরিবর্তন সাপেক্ষ। উমর ফারুকের শাসনমূলক অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দান করা আদৌ আবশ্যক নয়।"

পক্ষান্তরে যদি বুঝা যায় যে, হিতে বিপরীত ঘটিতেছে, অর্থাৎ "শাসনমূলক ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সংকট ও অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দণ্ডবিধির যে ধারার সাহায্যে তিনি সমষ্টিগত তিন তালাকের বিদ-আত রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সেই শাসন বিধিই উক্ত বিদআতের ছড়াছড়ি ও বহু বিস্তৃতির কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যেরূপ ইদানিং তিন তালাকের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, হাজারে ও লাখেও কেহ কোরআন ও সুন্নাহর বিধান মত স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে কিনা সন্দেহ, এরূপ অবস্থায় হযরত উমরের শাসনমূলক অস্থায়ী নির্দেশ অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে এবং প্রাথমিক যুগের ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইবে।"

সর্বশেষে হযরত উমরের একটি উক্তি সনদ সহকারে উধৃত হইয়াছে যাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি এত অনুতপ্ত যে, এরূপ অন্য কোন কার্যের জন্য আমি অনুতপ্ত হই নাই। উহার প্রথমটিই হইতেছে। "আমি একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা কেন নিষিদ্ধ করিলাম না।..."

গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র

এবং বয়তুল মালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০, মূল্য ২৫ পয়সা মাত্র।

ইহাতে রহিয়াছে। দুইটি প্রশ্নের জওয়াব। প্রথম প্রশ্নটি এই ঃ

পীর ধরা ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নত? পীর না ধরিলে ও তাঁহার হস্তে বয়াত না করিলে পরকালের মুক্তি পাওয়া যাইবে কিনা?

এই প্রশ্নের জওয়াবে সর্ব প্রথম বলা হইয়াছে ঃ পীর একটি পারসী শব্দ "পারস্যের অগ্নিপূজকদের পুরোহিতদিগকে এবং পানশালার মদ্য বিক্রেতাকে —পীরে মুগাঁ বলা হয়। তাসাউওফবাদীরা আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকভাবে মদরূপে অভিহিত করিয়া উক্ত প্রেমরস পরিবেশনকারীকে পীর বা 'শুড়ী মশাই' নামে অভিহিত করিয়াছে।"

পুরোহিত, গুরু, শাইখ প্রভৃতি শব্দের সহিত পীর শব্দের তুলনা ও সাযুজ্য সম্পর্কে আলোকপাতের পর গ্রন্থকার বলেন, "তাহারাও (পীররাও গুরু বা পুরোহিদদের ন্যায়) আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে ওসীলারূপে মুরীদ ও মুরীদনীগিকে বয়আত বা দীক্ষাদান করেন, তাঁহারা মুরীদের পাপমুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ বানান, কেহ কেহ আল্লার সহিত দর্শনও ঘটাইয়া দেন আর পারলৌকিক মুক্তির কাণ্ডারী তো প্রত্যেক পীর বটেনই!"

অতঃপর পীর গীরির উপরোক্ত রূপ দাবী কুরআন ও সুন্নার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণের পর তিনি এই রায় দিয়াছেন, "পাপ মোচন আর হিদায়ত দান করার দাবী পীরদের একেবারেই অমূলক ও মিথ্যা।"

"আর আল্লাহ ও তদীয় বান্দাদের মাঝখানে মধ্যস্থ সাজিবার দাবীও একেবারে ভিত্তিহীন।" এ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নার অসংখ্য প্রমাণ হইতে কয়েকটি উধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, অধ্যাত্মিক গুরু বা পুরোহিত রূপী "পীরের কোন অস্তিত্ব ইসলামে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলমান স্বয়ং তার পুরোহিত।" ইহার সমর্থনে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার অভিমত উধৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কুরআনের "আহলে যিকর" শব্দের অর্থ আলোচনা করিয়া বুঝান হইয়াছে যে, সুফী দরবেশ পীর পুরোহিতরা আহলে যিক্‌র নন, এবং "আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য ইহাদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নাই," সাহাবা, তাবেয়ীন, ইমাম চতুষ্টয় ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তাহাদের যুগের আহলে যিক্‌র। ইহারা আধ্যাত্মিক তত্ব শিক্ষার জন্য যেমন কোন পীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তেমনই সংশ্রাধিক ছাত্র থাকা সত্বেও ইহাদের কেহই একজনকেও মুরীদ বানান নাই।

গ্রন্থকারের মতে অবশ্য সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক গ্রামে, জনপদে ও প্রদেশে সমাজের নেতা নির্বাচনকরা অবশ্যকর্তব্য। এই নেতৃত্ব হইবে নির্বাচন ভিত্তিক, সুতরাং প্রয়োজন মতে অপসারণের ক্ষমতাও নির্বাচনকারীদের থাকিবে, কোন অবস্থাতেই উহা বংশ পরম্পরাগত হইবে না এবং উহাতে কোন আধ্যাত্মিক ছাপও থাকিবেনা। গ্রামওয়ারী ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব পরস্পর সংলগ্ন ও এককেন্দ্রিক হওয়া আবশ্যক আর ইহারই নাম জামাআত।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই: যাকাত, ফিৎরা, উশর প্রভৃতি আদায় করার প্রকৃত অধিকারী কে? গ্রামিক সরদারগণ বায়তুল মাল জমা করিয়া শরীঅত অনুসারে উহা বিতরণ করিলে দুরস্ত হইবে কিনা?

এই প্রশ্নের উত্তরে বহু হাদীস উধৃত করিয়া গ্রন্থকার বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি:

"মোট কথা ইসলামী হুকুমত যাকাত ও সাদাকত আদায় ও ব্যয় করার সমুচিত ব্যাস্থা অবলম্বন করিলে তাহার হস্তেই উহা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী হুকুমত সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মুসলমানগণ স্ব স্ব গ্রামে বায়তুল মাল একত্রিত করিয়া শরীঅতের নির্দেশমত বণ্টন করিবেন। জমা ও বণ্টনের উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থার উল্লেখ কোরআন ও সুন্নাহতে নাই। গদ্দীনশীনী বা অন্য কোনরূপ প্রাধান্যের দাবীতে কেহ নিজের কাছে জাতীয় ধনভাণ্ডার একত্রিত করার অধিকারী নয়। এরূপ দাবী অগ্রাহ্য ও বাতিল।"

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

—আজহারুল ইসলাম

প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। জাতি আছে অথচ তার কোন সংস্কৃতি নাই, এমনতরো কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানী প্রভৃতি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি আছে বলেই কেউ কারুর চেয়ে নিজেকে কম মনে করে না। আজাদী পূর্ব যুগে পাক ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে যে সংগ্রাম হয়েছিলো তা' সংস্কৃতির সংগ্রামই বলতে হবে। বস্তুতঃ জাতির সঠিক পরিচয় ঘটে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে।

সংস্কৃতির রূপ বাইরে থেকে দেখা যাবে না। সেটা অন্তর্নিহিত ব্যাপার। বৈষয়িক সমৃদ্ধি আমরা সহজে দেখতে পারি কিন্তু সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয় বলে এত সহজে তা' দেখতে পারি না। সুতরাং তার আকর্ষণ আমাদের নিকট বাস্তবিকই সুক্ষম। শিল্প হচ্ছে দেহের আবরণ আর সংস্কৃতি হচ্ছে তার লাবণ্য। লাবণ্য কোন সংগা বা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাবার মত নয়—তা' উপলব্ধি করতে হয়। সোনার একটা বাটিতে পানি রাখলে তাতে সূর্যালোক পড়ে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় সংস্কৃতি বলতে আমরা তাই বুঝি। ভদ্র, নম্র ও রুচিকর লোকের সংগে আলাপ করে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়, মনে একটা তৃপ্তি আসে। তার কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মোটের উপর সংস্কৃতি হচ্ছে একটা আচরণ ও রুচিগত সামগ্রীক সত্তার উপলব্ধি। ধরুণ, একজন ভদ্রলোকের কথা। তার সাথে মিসে আর কথা বলে মনে হয় তিনি যেনো মার্জিত রুচির আকার ছবি। তবে ভদ্রবেশী লোক মাত্রই ভদ্রলোক নয়। রাস্তায় ঘাটে অনেক সময়েই আমরা এক ধরণের ভদ্রলোকের সন্ধান পাই। সে মানুষটি সহজে অন্তরংগ হতে পারে না মনে কেবল অপ্রিয় দাগ কাটে, দূরে চলে যাওয়া মাত্রই তার স্মৃতি একেবারে মুছে যায়। এমন লোককে আমরা ভদ্রলোক বলতে পারি না। বস্তুতঃ ভদ্রলোক হবেন এমন এক ব্যক্তি যার মর্জি ও রুচির রূপালী স্মৃতি সর্বদা মানুষের মনে দাগ কাটবে।

একটা জাতির মধ্যে যে ভদ্রভাব বিদ্যমান থাকে তাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি। যে জাতি অপর জাতিকে সহজেই আপন করে নিতে পারে সে জাতি বাস্তবিকই সংস্কৃতি সম্পন্ন। বিষয় বিভবের প্রাচুর্য হয়ত অনেক জাতির আছে কিন্তু সংস্কৃতির অভাবে তাদের স্থান দুনিয়ার বুকে খুবই নিচুতে। একটা জাতির পরিচয় ঘটে মন দিয়ে, ধন দিয়ে নয়। এহেন অবস্থায় কোন জাতির সংস্কৃতির পরিমাপ করতে হয় তার মন দিয়ে। মননশীল অর্থাৎ হৃদয় সম্পদে সমৃদ্ধ না হলে কোন ব্যক্তি বা জাতি ইতিহাসে কোন পরিচয়ই রাখতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে কেন্দ্র করে মক্কায় তথা সারা আরবে যে সংস্কৃতি গড়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উঠেছিলো তা পৃথিবীর অনেক জাতিকেই আপন করে নিতে পেরেছে। তাই তা আজো বিশ্বে উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। আরব সংস্কৃতি দেশে বিদেশে শান্তির বাণী প্রচার করে বিশ্ব বাসীর হৃদয় জয় করেছে। সুস্থ জীবন বোধ ও আত্মশক্তিতে প্রবল বিশ্বাস না থাকলে এমনতরো করা সম্ভব নয়। এই জীবন বোধ একদিনে আসে নাই। তার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সাধনা করতে হয়েছে। আরবের মনে মিশিয়েছিল পবিত্র ইস্‌লাম। অগণিত নবী পয়গম্বর ধর্ম সাধক এর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। সাধারণ মানুষ কোরান হাদিসের বাণীর চর্চা করেছে। পাক ভারতের উলামায়ে কেরাম এই বাণীকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্যে তৈরী হলো কতো কাব্য আর দর্শন। সাধারণ লোকের নিকট তাঁরা ইস্‌লামের গভীর তত্বকে সহজবোধ্য করে গেছেন নানা ভাবে। পাক-ভারত এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানেও শিল্পকলা ও সাহিত্যে তার ছায়াপাতও হয়েছে যথেষ্ট। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাতিক্রম ঘটেছে—এমন কি কোথাও হয়ত মূলনীতিরও বৈপরীত্য দেখা গেছে। সেটা একেবারে স্থান কাল পাত্রের মধ্যে সীমিত বলে ব্যাপক এবং স্থায়ী ক্ষতি ডেকে আনেনা। জাতির জীবনে অনেক সময়েই ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তবে সেটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সময়ে আগুণ জ্বলে ওঠেই। তাই দেখতে পাচ্ছি যে, বহু অনাচার কুআচারের মধ্য দিয়েও যা মৌলিক তা কালোত্তীর্ণ হয়ে মিশেছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণ প্রবাহে। সেই মৌলনীতিটি আমাদের জাতীয় জীবনকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন প্রাণরস আহরণ করেছে সেই মূলধার অর্থাৎ অনাবিল ইসলাম থেকে। তাতে লালিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আমরা আজকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় জীবনবোধের অধিকারী এবং নিজস্ব জীবনবোধ আছে বলেই আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাধারী। আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সংকীর্ণতার পরিচায়ক নহে বরং আত্ম প্রত্যয় ও আত্মবৃদ্ধির সহায়ক। ইসলামী সংস্কৃতিতে যে ঐক্যবোধ রয়েছে তাই মজবুত করে গড়ে তুলেছে আমাদের জাতীয়তার ভিত্তিকে। রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হলেও ক্ষতি নেই। যদি সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ইসলামী জীবনবোধ বেঁচে থাকে তবে পূর্বপাকিস্তান তথা জাতীয় সত্বা নিরাপদ থাকতে বাধ্য। মাঝে মাঝে অন্তর-শক্তিকে উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং বহিঃশক্তির পানে কাতর নয়নে চেয়ে থাকার অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। তখনই শুরু হয় আন্দোলন, আর তর্ক বিতর্ক। পদ্মাপার আর গংগাপার নিয়ে পূর্বপাকিস্তানে কম বিতণ্ডা হয় নাই। কিন্তু এটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, বাইরের প্রেরণা দিয়ে জাতীয় জীবনের সত্যিকারের পরিপুষ্টি হয় না। অন্তর-শক্তই এই পরিপুষ্টির উৎস, কিন্তু সেই শক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজন সে সম্পর্কে সচেতন অনুভূতি। অর্থাৎ কোন্ সাংস্কৃতি আমরা আজ নিজেদের বলে গণ্য করতে পারি তার একটা সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা আমাদের সবার মনে থাকা প্রয়োজন।

যুগ যুগ ধরে যে ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি ও চেতনার মধ্য দিয়ে আমরা লালিত হয়েছি তার বিকাশ ঘটেছে আমাদের ইসলামাশ্রয়ী লোক সাহিত্যে। বিভিন্ন যুগে জনগণের মধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে ভক্তি, বিশ্বাস, কল্যাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি জাগ্রত ছিলো তা প্রতিফলিত হয়েছে সেই সাহিত্যে। পুঁথি সাহিত্য যদিও আজগুবি গালগল্পে ভরা বলে অভিযুক্ত হয়েছে তবুও তাতে অতীতের মহত্ব, জীবন-বোধ, ধর্মপ্রীতি প্রভৃতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাতে জনমানসের মোটা-মুটি প্রতিফলনও ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং জাতি যখন সংকট মুহূর্তে এসে দিশাহারা হবার অবস্থায় পড়ে তখন যদি তার বিবর্তনের সূত্রগুলো সেই সাহিত্যে বা সংস্কৃতি থেকে জানতে পারে তা হলে তার চলার পথে কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না। ভবিষ্যতের যথার্থ পথ তখন আবিষ্কৃত হতে পারে। বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, কোন্‌টা তার স্বধর্ম আর কোন্‌ট বিধর্ম। তখন বিধর্মকে প্রশ্রয় দিলে তার পক্ষে কি আত্মদ্রোহিতার পথ প্রসস্ত করা হয় না?

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলামাশ্রয়ী লোক সাহিত্য এবং তা আমাদের প্রাণের জিনিস। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা পরম আগ্রহে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। পোষাকী সংস্কৃতির নামে আমরা আজ দেশ বিদেশ চষে ফেলছি। তার ফলে আজ ঘর হচ্ছে পর আর পর হচ্ছে ঘর। পূর্ব পাকিস্তানে এলিয়ট যাতে ইকবালের চেয়ে বড় বলে প্রতিপন্ন হন তার চেষ্টার বিরাম নেই। মজার কথা হচ্ছে যে, সরকারী অর্থও এই ধরণের কার্যে ব্যয়িত হচ্ছে বলে শোনা যায়! যাহোক এক শ্রেণীর লোক এখানে সংস্কৃতির নামে এমন কিছুর বড়াই করছেন যার সংগে দেশের নাড়ীর কোন যোগ নেই। এস্থলে আমরা মনের বোঝা বইছি মাত্র। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভট কিছু আমদানী করার মতো পাগলামী দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এর পেছনে একটা গূঢ় মতলবও প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করছে সন্দেহ নেই। সেটাকে কেউ কেউ রাজনৈতিক ব্যাপার মনে করেন বলে তার আলোচনা এখানে মুলতুবী রাখছি। সার কথা হচ্ছে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানী করবার সময় দেখা উচিত যে, তা আমাদের আবহাওয়ার উপযুক্ত কিনা। এখানকার মনের জমিতে সে ফসল ফলবে কি না তাও জানতে হবে। এ দেশের মানসলোকে যে ফসল ফলেছে তার প্রকৃতির কি তা জানতে না পারলেই এবং তার প্রতি সচেতন না থাকলেই যতসব গোল বাঁধে।

যদি আমাদের সাহিত্যকে নতুন প্রাণ-শক্তি আহরণ করতে হয় তা'হলে আমাদের দেশের ইমলামাশ্রিত বিশিষ্ট সংস্কৃতি থেকেই করতে হবে। মতলববাজেরা শাশ্বত সংস্কৃতির নাম দিয়ে বিদেশের বিজাতীয় ভাবের আমদানী করবার জন্যে বিশেষ প্রয়াস পায়। তারা দেশকে জাতীয় সত্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদকে দুর্বল করে ফেলতে চায়। অবশ্য এই ব্যাপারে আমরা অবিবেচনা ও অন্ধ গোড়ামী দ্বারা পরিচালিত হতে পারি না। বিশ্বের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে উন্নত ভাবরাশি আহরণে আমাদের কোন আপত্তি হতে পারে না। তবে দেখতে হবে পাকিস্তান সংস্কৃতির মূল ধারার সংগে তা মিলে পাকিস্তানী রূপ ধরণ করে কি না। তা না হলে বিধর্ম আমদানী করে আমাদের সংস্কৃতির নিধন করা হবে মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

॥ অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ॥

পাকিস্তান আন্দোলন এই উপ-মহাদেশের মুসলিম জাতির ধর্মীয় ভাবানুভূতি, চৈতন্য, মননগত বৈশিষ্ট এবং ভাবগত প্রকৃতির একটি সামগ্রিক রূপ। এই আন্দোলন মুসলিম জাতির ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একটিমাত্র রাষ্ট্র সংস্থার মাধ্যমে সংহত করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের এই রূপটি আকস্মিকভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে মানবীয় উদ্যোগ ও সাধনার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ফলে গড়িয়া উঠে পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মরূপটি।

এই উপমহাদেশের মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলন সব সময়ই একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুকে সম্মুখে রাখিয়া আগাইয়া গিয়াছে। এই লক্ষ্য বস্তুটি হইতেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনমুক্ত ইসলামী খিলাফতের আদর্শে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মুসলিম আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিক দল কোন কোন সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিয়াছেন। আবার কোন কোন সময় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন। আযাদী আন্দোলন তাহাদের নিকট ইসলামী জীবন পদ্ধতি রূপায়নের পূর্ণাংগ সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংগ্রামের মুজাহিদ বৃন্দের সকলেই যে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধ্যয়ন এবং ইজতিহাদকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকে আল্‌কোরআনের তফসীর রচনা ও প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ আলহাদীসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আযাদী আন্দোলন একটা তমদ্দুনিক প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। এই পর্যায়ের অগ্রনায়ক ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী। মওলানা আবদুল আযীয, শাহ্ রফীউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদির প্রমুখ এই পর্য্যায়ের বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী। কোরআন ও হাদীসের আলোকে মযহাবী জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিবার আকাংখা এ পর্য্যায়ের মনীষীবৃন্দের অমর রচনাবলীতে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একথা বলা চলে যে, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারাতেই পাকিস্তান আন্দোলনের বীজবস্তু (creed) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রখ্যাত চিন্তাবিদের ভাবধারাকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ট পুত্র প্রথিতযশা মওলানা শাহ্ আবদুল আযীযের বিশ্ব বিশ্রুত ছাত্র হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী এবং তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ একটি সশস্ত্র জিহাদ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই আন্দোলনটিকে 'তরীক-ই-মুহাম্মদী' আন্দোলনও বলা হইয়া থাকে। কেননা, এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও সমর্থকবৃন্দ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) তরীকা তথা বাণী ও আচরণের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এই আন্দোলনকে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন বা আহল ই-হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্দোলন বলা চলে। এই আন্দোলনকারীরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ তরবারীর জেহাদ করিয়াছেন বলিয়া এই আন্দোলনকে মুজাহেদীন আন্দোলনও বলা হয়। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জিহাদ সামগ্রিক ইসলামী আন্দোলনের একটি দিক মাত্র ছিল। মোটামোটিভাবে এই আন্দোলনের কার্যসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়িয়া তোলা ;

(খ) ইসলাম প্রদত্ত চিন্তা-স্বাধীনতা (ইজতেহাদকে) সর্বকালের জন্য উন্মুক্ত রাখা ;

(গ) ইসলামের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-মুসলিমের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব (ইখওয়াত) কায়েম করা। এই জন্য এই আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করিয়াছিল।

(ঘ) ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সামগ্রিক জিহাদ পরিচালনা করা এবং খিলাফতে রাশেদার আদর্শে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা। এই জন্যই— এই আন্দোলনকারীরা বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(ঙ) মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মযহাবী (দলীয়) অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করা এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ মারফত ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা ;

(চ) ইসলামী তমদ্দুনের সংরক্ষণ ও অর্থনীতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরীকরণ ; এবং

(ছ) 'শিরক' ও 'বিদআত' তথা সামাজিক কুসংস্কার ও গতানুগতিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যূহ রচনা করা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই আন্দোলনের সামগ্রিক কর্মসূচীতে জিহাদ ছিল একটি দিক মাত্র। অথচ এই দিকটি সম্পর্কেই আমরা কিছুটা ওয়াকেফহাল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই জিহাদ আন্দোলনকেই 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের 'মুওয়াহহেদ' (একত্ববাদী) আন্দোলনের সঙ্গে পাক-হিন্দের 'মুজাহেদ' আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকিলেও শেষোক্ত আন্দোলনটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে। বৃটিশের কারসাজিতে এই উভয় আন্দোলনই 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' নামে অপখ্যাত হয়।

পাক-হিন্দের আন্দোলনের জিহাদী কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণ কামিয়াব না হইলেও পরবর্তী মুসলিম আযাদী আন্দোলনের সর্বস্তরেই এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে যে মুসলিম সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে নেতৃদ্বয়ের শাহাদতে তাহা আপাততঃ বানচাল হইলেও এই জিহাদই যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের অগ্রদূত, ইতিহাসের সন্ধানী পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নয়। এই জিহাদ আন্দোলনে বাংগালী মুসলিম নিশ্চেষ্ট ছিলেন না ; তাঁহারা সুদূর বাংলা মুল্লুক হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত পাক-হিন্দের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই আন্দোলনের বহুমুখী সাংগঠনিক কার্যে লিপ্ত ছিলেন। অধিকন্তু আঞ্চলিক ভাবেও নারিকেলবেড়িয়ার তিতুমীর একটি স্বতন্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহমদ ও ইসমাঈল শহীদের মত একই বৎসরে তিতুমীরও শাহাদত বরণ করেন। ফরীদপুরের হাজী শরীঅতুল্লাহ ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়ার ফারাইযী আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সময় বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানী ভ্রাতৃবৃন্দের পূর্ব পুরুষরা জিহাদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্দোলন চালাইতেছিলেন, বর্তমান পূর্বপাকিস্তানী-দের পূর্ব পুরুষরা সে আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে শামিল থাকিয়াও একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবেও বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছেন। মোদ্দা কথা, পাক-হিন্দের পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে আজ যে পাকিস্তানের দুইটি বাহু দেখিতে পাইতেছি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই তাহার একটি খসড়া মানচিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইহা দৃঢ়তা সহকারেই বলা চলে যে, জিহাদ আন্দোলন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাফল্য হাসিল করিতে না পারিলেও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী সেনানীবৃন্দের স্থায়ী প্রেরণারূপে কার্যকরী হইয়াছে। বালাকোটের মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় দুই যুগ পর ১৮৫৭ সালে দেশ ব্যাপী যে আযাদী সংগ্রাম শুরু হয় তাহাকে সিপাহী বিপ্লব বলা হইলেও এ সংগ্রামে শুধু সিপাহীরাই নয় আযাদী পাগল জনসাধারণও ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করে। জিহাদ আন্দোলনের ব্যর্থতায় যে সকল বিক্ষুব্ধ মুজাহিদ নয়া জিহাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা সিপাহী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে শামিল হন। কিন্তু সিপাহী সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর আযাদী সেনানীর সমাবেশ হইয়াছিল। ইহাদের এক অংশ ধ্বংসোন্মুখ 'মোগল সাম্রাজ্যের' পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখিতেন। ইহারাই বাহাদুর শাহকে পাক-হিন্দের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা যে, সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে নেতৃত্বের অনৈক্য। কিন্তু সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হইলেও একটা সত্য দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজ পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য যতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন হিন্দু ও শিখ সমাজ ততখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। দুই চারিটী উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ-ভাবে হিন্দু সমাজ বৃটিশ শাসনকে আশীর্বাদরূপেই ধরিয়া লইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, পাঞ্জাবের শিখরাও সিপাহী সংগ্রামে যোগ দেয় নাই। ১৮৪৯ সালে লর্ড ডালহৌসী স্বাধীন শিখরাজ্য ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করেন। কাজেই মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই তাহাদের স্বাধীনতা স্পৃহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল একথা বিশ্বাস করা মুশকিল। ইহার কারণ খুঁজিয়া পওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, পূর্বে যে জিহাদ আন্দোলনের কথা বলিয়াছি সেই জেহাদপন্থীরা শিখদের কাছে ইংরাজ অপেক্ষাও বড় দুশমন ছিলেন। এ কথাও স্মরণ যোগ্য যে, শুধু তদানীন্তন হিন্দু সমাজই যে সিপাহী জিহাদের বিরোধী ছিলেন তাহা নয় বরং পরবর্তী হিন্দু বুদ্ধিজীবিরাও সিপাহী বিপ্লবকে আযাদী সংগ্রাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, মুসলমানরা যখন সিপাহী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছিলেন তখন কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ইংরাজী বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, আর হিন্দু সমাজ ইংরাজী সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়কার হিন্দু সমাজের চিত্রটি পণ্ডিত নেহেরুর লেখাতে চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার 'দি ডিসকোভারী অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় যথার্থই লিখিয়াছেন ঃ

"যখন মুসলমনেরা সিপাহী জিহাদে লিপ্ত হইতেছেন তখন হিন্দুরা ইংলণ্ডের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন এবং তাহার সাহায্য ও সহ-যোগিতায় উন্নতি হাসিল করিবার আশা পোষণ করিতেন।"* পণ্ডিত নেহেরু নিজেও এই মনোভাব

* Looked up with admiration towards England and hoped to advance with help and in co operation with her.

www.ahlehadeethbd.org

কবি আকবর এলাহাবাদী

।। এম, মাওলা বখ্শ নদভী ।।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম রমণীকুলের একমাত্র গৌরব হইতেছে—তাহাদের ইয্যত আবরুর শক্তিশালী রক্ষক হায়া ও শরম। এই হায়া শরম তিরোহিত হইলে বেহায়ায়ী চাল চলন প্রতিরোধের আর কোনই উপায় থাকে না। তাহারা যতদিন এই গৌরব লইয়া জীবন যাপন করিয়াছে ততদিন পর্যন্ত তাহারা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী রূপে সমাজের শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। বেপর্দা হওয়ার পরই তাহাদের সম্মুখে নানাবিধ দুষ্কর্ম এবং পাপের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে তাহাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা এখন নিজেদের স্বামীগণকে পর্যন্ত গ্রাহ্য ত করেই না বরং তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। কবি এই উশৃঙ্খলতার জন্য তাহাদিগকে নসীহত এবং স্বামীগণের বর্তমান অসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন, এই ভাবে—

اے بیبیو ! شرم ہی کو تم سمجھو حسن
اور اپنے ہنر کو اپنا زیور سمجھو

بی بی میں جو طرز مغربی ہو تو کہو
احسان ہے یہ جو مجھکو شوہر سمجھو

হে বিবিগণ! শরমটাকেই রূপ বলিয়া গণ্য করো,
আর নিজেদের বৈশিষ্টকে গহনারূপে মান্য করো,
বিবির মাঝে পশ্চিমীভাব দেখ্‌লে ব'লে দিও তারে
আমার পরে দয়া তব স্বামী ব'লে মান্‌লে মোরে।

একই সময় দুইটি বিপরীত মুখী তাহযীব কখনই এক সঙ্গে চলিতে পারে না। দ্বীনদারী করিতে হইলে দ্বীন বিরোধী সমুদয় কার্য্যকলাপ অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে এবং উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কর্মসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বারিত থাকিতে হইবে। বেপর্দেগী ও পরহিয্‌গারী দুইটি পরস্পর বিরোধী কর্ম, উহারা কখনও এক সঙ্গে চলিতে পারে না। তাই কবি এ সম্বন্ধে বলেন—

نئے طریقوں سے مقصد شرع کار فرما
نہو سکے گا
ادھر جو پردہ نہو سکے گا ادھر بھی
تقوی نہو سکے گا

সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, "একটা নষ্ট স্বার্থের কিংবা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা আসিতে পারে না।" 'দি মেকিং অব ইণ্ডিয়ার' লেখক এস, আর, শর্মা সিপাহী সংগ্রামে যাহারা অংশগ্রহণ করে নাই তাহাদের প্রশংশায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিতেছেন, "তাঁহারাই ছিলেন আধুনিক ভারতের পরোক্ষ স্রষ্টা।" (পৃঃ ৪৮৯)

সিপাহী বিপ্লবের পরে ইংরাজরা মুসলিম দলন নীতি অবলম্বন করে এবং হিন্দু সমাজকে তাহাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিবার বাহন হিসাবে লাভ করে। সেই সংকট সময়ে ইংরাজকে সমর্থন করায় শিখ, গুর্খা, রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী সামরিক জাতি হিসাবে বৃটিশ শক্তির স্বীকৃতি লাভ করে। অন্য পক্ষে সরকারী চাকুরীর দ্বার মুসলমান-দের জন্য চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وہ ترقی جو میں اے دیکھی بصداد رب ہے
یہی گذارش
مرض ترقی کریگا اس سے مریض اچھا
نہو سکے گا

নব তরীকায় শা'রার মকসদ
কভু সফল কাম হ'তে পারে না।
এ দিকে পরদা যখন উঠিবে,
ও দিকে তাক্ওয়া বাকী রবেনা।
আমি তরক্কী যাহা দেখিলাম,
অতি বিনয়ে করে নিবেদন,
রোগের তরক্কী হবে ইহাতে,
রোগী নিরাময় কভু হবে না।

আধুনিকা রমণীগণের পর-পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করাই ব্যভিচার ও বেহায়ায়ীর একমাত্র জন্মদাতা। এই রূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার মানসিকতা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং আধুনিকারা খুদা ও রসূলের চিন্তা হইতে একেবারেই বেখিয়াল হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে কবি বলেন—

تمکین اك اشان ہے عصمت کی آن کا
پردہ بس اك ظہور ہے عورت کی شان کا
پردہ تو ان کا حق ہے' لیکن ان پہ جبر کچھ
آیا ہے آن پر وقت یہ سخت امتحان کا
شوخئ مغرب کے خریدار ہین بہت
گاہک مگر خدا ہے حیا کی دوکان کا

সতীত্ব গৌরবের নিশান অটুট থাকা মতে,
নারীত্বের হয় পূর্ণ বিকাশ পর্দারই দৌলতে।
পরদা কেবল তাদেরই হক, যবরদস্তী নাই,
এসেছে এক পরীক্ষা যুগ তাদের উপর হায়!

পশ্চিমের এই চাকচিক্যের বহুত খরিদ্দার,
হায়ার দোকান, আল্লাতালা কেবল গ্রাহক তার।

আমাদের ছাত্র ছাত্রীগণ ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে এমন ভাবে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা উহার মন্দ দিকটারই অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের চোখের সামনে উক্ত সভ্যতার অনিষ্টকারিতার ছবি যতই তুলিয়া ধরা হউক না কেন এবং উহার পরিণামের ভয়াবহতার প্রমাণ যতই পেশ করা হউক না কেন, তাহারা সে দিকে দৃকপাত করিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। এই ব্যাধির প্রতিকারের কোনই উপায় নাই, কারণ উহা জাতির সর্বস্তরে মহামারীরূপে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন কি অভিভাবক ও মুরব্বীগণও এই গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতেছে, তজ্জন্য তাহাদের মৌখিক হিতোপদেশ এবং নসীহতে কোনই ফল হইতেছে না। কবি এই অবস্থার একটা দীর্ঘ ছবি অঙ্কন করিয়াছেন :—

چل بسے وہ جنہین مقدور تھا خود داری کا
لے وہ تقوی اں وہ تعلیم نہ وہ دل کی امید
ولو لے لیکے لکلنے لگے کالج کے جو ان
شرم مشرق کے عدو' شیوۂ مغرب کے شہید
بحث مین آهي گیا فلسفۂ شرم و حجاب
زہرہ ممبر ہوئین ووڈر تھے جناب خورشید
دبی آواز کہا بھی جو کسی لے کہ جناب
کچھ مناسب نہین اسوقت مین ایسی تمہید
شیخ صاحب ہی کا ہے بزم مین کیا رعب ووقار
کہ خواتین کو پبلك مین ہو وقعت کی امید
لعرے تحقیر کے اسپر ہوے یارون مین بلند
لڑکیان بول الہین خود بہ طریق تائید

www.ahlehadeethbd.org

جب حکومت نہیں باقی تو یہ غزے کیسے
کون کوائے مین کرے بیٹھ کے بیٹی کو پلید
تم نے شلوار کو پتلون سے بدلا اے شیخ!
پھر مرے واسطے محرم رہے کیون حبل ورید
خود تو کٹ پٹ کیلئے جان دئے دیتے ہو
ہم سے کہتے ہو کہ پڑھ بیٹھ کے قرآن مجید
دولھا بھائی کی ہے یہ رائے نہایت عمدہ
ساتھ تعلیم کے تفریح کی حاجت ہے شدید
در نظارہ مقفل رہے کبتک ہم پر
کیون نہ غنچون کیلئے بادصبا کی ہو کلید
اکبر افسردہ شد از گرمیٔ این طرز سخن
شیخ بگریخت و در صومعۂ خویش خزید

আত্ম-প্রত্যয় ছিল যাদের ছেড়েছে তাহারা বাসা
নাই তাক্ওয়া, নাই শিক্ষা, নাই যে প্রাণের আশা।

কলেজ হইতে নব উচ্ছ্বাসে আসিলেন যুবকগণ,
মগরেবী মোহে শহীদ তারা, মশরেকী দুশমন
পর্দা-দর্শন বিষয়ে হইল আলোচনা একচোট
মেম্বর হলো যোহরা এবং খুরশিদ দিল ভোট
আস্তে যখন নরম গলায় বলিল কে এক জন,—
এমন সময় এই ভূমিকার নাই কোন প্রয়োজন।
মহফিল মাঝে শেখজীর যবে নাই কোন সম্মান,
পাবলিক মাঝে রমণীগণের হইবে কি আর মান।
এই কথা পর ঘৃণার ধ্বনি রণিয়া উঠিল হায়!
ছুক্রীরাও সব চেঁচাইয়া উঠে দিল তাতে সায়।
মোদের যখন বাদশাহী নাই, কেন এত ঢং করা!
ঘরের কোনেই ব'সে ব'সে কেন কাদা ঘাটিব মোরা?
শেখজী! তুমিত পায়জামা ছেড়ে দিলে পাত্‌লুনে গিরা
আর আমাদের হারাম হইল আমাদের প্রাণের শিরা?
নিজের বেলায় চে চে ছু'লে তুমি সাজিতে পাগল হও,
আর আমাদের ব'সে ব'সে শুধু কোরাণ পড়িতে কও।
দুলাভাইজান সে দিন দিলেন অতি সুন্দর রায়—
শিক্ষার সাথে স্ফুর্তি করাও বিশেষ ভাবে চাই।
আর কত কাল ফুল বাগিচার দ্বারে রবে অর্গল,
চাবি সম হ'য়ে প্রাতঃ বায়ু কেন খুলিবেনা কুঁড়িরদল?
এ সব কথার তেজে আকবর মরমে মরিয়া গেল
শেখজী পালায়ে হুজরার মাঝে রাগে ফুলে ফুলে ম'লো।

রুচি বিকৃতির দরুন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেরূপ বিপর্যয়ের সূচনা হইয়াছে তদনুরূপ বিবাহ শাদীর ব্যাপারেও এক কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এখন শিক্ষিত ও বিত্তশালী ঘরের মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক বর সংগ্রহ করা একটা বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করা হয় এবং অনুরূপ বর না পাওয়া গেলে বয়স্থা মেয়েকে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ঘরে বসাইয়া রাখা হয়। পরহিয্‌গার ও অকৃত্রিম অনুরাগী পাণি প্রার্থীকে কেবল উপরোক্ত মানের উচ্চ শিক্ষিত না হওয়ার অপরাধে প্রত্যাখ্যান করিয়া মেয়ের জীবনকে অশেষ অনুতাপ ও হতাশার মধ্যে বরবাদ করিয়া দেওয়া হয়। কবি ইহাকে একটা কাল্পনিক ঘটনার আকারে পেশ করিয়াছেন—

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

হযরত ঈসার সশরীরে আসমানে অবস্থান ও কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ

॥ আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন ॥

আমরা বিগত সংখ্যার তর্জুমানুল হাদীসে হযরত ঈসা (আ:) সম্পর্কে মুসলমানগণের আকীদা প্রবন্ধে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, এই সংখ্যা হইতে হযরত ঈসার (আ:) সশরীরে আসমানে উঠাইয়া লওয়া সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই ধরণের আলোচনার সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রথমে কুরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং উহার তফসীর, অতঃপর সংশ্লিষ্ট হাদীস পেশ করার পর উলামায়ে দ্বীনের অভিমত উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু ঈসা (আ:) এর আকাশে উত্তোলন এবং তথায় জীবিতাবস্থায় অবস্থান এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁহার অবতরণ সম্পর্কে পত্রিকা বিশেষে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের দ্বারা মুসলিম জন মানসে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহাতে অনেকেই এ সম্পর্কে সলফে সালেহীন এবং আয়েম্মায়ে আহলে হাদীসের অভিমত জানার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। তাই আমরা কুরআন ও হাদীসের দীর্ঘ প্রমাণপঞ্জী আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সলফে সালেহীন এবং আয়েম্মায়ে আহলে হাদীসের অভিমতগুলিই প্রথমে পেশ করিতেছি। অতঃপর ইনশাআল্লাহ কুরআনী এবং হাদীসী প্রমাণ পঞ্জী সবিস্তারে পেশ করিতে থাকিব।

হযরত আলীর (রা:) অভিমত

আমীরুল মুনেনীন হযরত আলী (রা:) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন :

ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء ليلة الثانى والعشرين من رمضان ٠

নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ:) রমযান মাসের ২২ তারীখে আসমানে উত্তোলিত হইয়াছেন।—আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া (২) ৯৫ পৃ:।

আবু হুরায়রার (রা:) অভিমত

জলীলুল কদর সাহাবী এবং হাদীস বিশেষজ্ঞ হযরত আবু হুরায়রা (রা:) সূরা নেসার নিম্নলিখিত আয়াতে

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (نساء - ١٥٩)

এর তফসীরে বলেন,

হযরত ঈসা (আ:) তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন। (সহীহ বুখারী, ফতহুলবারী সহ—(৬) ৩১৬ পৃ:।

মিশকাতের শরাহ মিরকাত গ্রন্থে মুল্লা আলী কারী বলেন,

والاولى مذهب ابى هريرة (رض) فى الاية ٠

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবু হুরায়রার অভিমতই উত্তম। [বাব ঃ নযুলে ঈসা আ: (৫) ২২১ পৃ:]

হযরত ইবনে আব্বাসের (রা:) অভিমত

ফতহুল বারীতে ইবনে আব্বাসের উক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح ٠

www.ahlehadeethbd.org

ইবনে আব্বাস হইতে সাঈদ বিন জুবাইর এর তরীকে সহী সনদে ইবনে জরীর তাবারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস দৃঢ়তার সহিত হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণের মত সমর্থন করিয়াছেন। [—(৬) ৩১৬ পৃঃ]

অন্যান্য সাহাবাগণের অভিমত

হযরত আলী, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস ছাড়া অন্যান্য সাহাবাগণও এই অভিমতই পোষণ করিতেন। মওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী তদীয় আবূ দাউদের শরাহ 'আউনুল মাবূদে বলেন,

وغيرهما من الصحابة والسلف الصالحين وهو الظاهر كما في تفسير ابن كثير، فثبت ان عيسى عليه السلام لم يمت بل يموت في آخر الزمان ٠

"হযরত আবূ হুরায়রা এবং ইবনে আব্বাস ছাড়া অন্যান্য সাহাবা এবং সলফে সালেহীন হইতেও উহা (হযরত ঈসার আকাশে উত্তোলন, সশরীরে অবস্থান এবং পৃথিবীতে পুনঃ অবতরণ) প্রমাণিত রহিয়াছে। তফসীর ইবনে কসীরে যে কথা বলা হইয়াছে তাহাই কুরআনের সঠিক ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা। অতএব সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ঈসা (আঃ) মরেন নাই, বরং তিনি আখেরী যমানায় ইন্তিকাল করিবেন।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ঈসার (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কে মোট ২৯ জন সাহাবী রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। [গায়াতুল মা'মূল (৫) ৩৮২ পৃঃ] উক্ত সমুদয় হাদীস এক এক করিয়া পরে পেশ করা হইবে।

তাবেয়ী ও তাবা তাবেয়ীগণের অভিমত

তাবেয়ীগণের মধ্যে আবুল আলিয়া, আবূ মালিক, একরামা, হাসান বসরী, কাতাদা, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহঃ) প্রভৃতি বহু বিশ্রুত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। [আউনুল মাবূদ —(৪) ২০৫ পৃঃ]

হযরত হাসান বসরী তো অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,

والله انه الان لحي

আল্লার কসম! হযরত ঈসা (আঃ) এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই জীবিত রহিয়াছেন। [ফতহুল বারী,(৬) ৩১৬ পৃঃ]।

তাবা তাবেয়ীনের মধ্যে উক্ত মতের সমর্থক অগণিত বিশিষ্ট ব্যক্তি রহিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র একজনের উক্তি নিম্নে উল্লেখিত হইল। প্রখ্যাত ইমাম সুফিয়ান সউরী বলেন,

وقد ايده الله بجبرئيل فرفعه الى السماء ٠

"আল্লাহ তাআলা জিব্রাইলের মাধ্যমে হযরত ঈসাকে (আঃ) আসমানে তুলিয়া লইয়াছেন। [আল জাওয়াযিয ওয়াস সিলাত : ২৯৬ পৃঃ]

মুহাদ্দিসগণের অভিমত

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে জরীর, ইমাম ইবনে আবী হাতিম, ইমাম আবূ বকর আজুরী প্রভৃতি এই অভিমত জোরে শোরে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন [সহীহ বুখারী, আম্বিয়া অধ্যায়, নযূলে ঈসা পরিচ্ছেদ ; মুসলিম, দাজ্জাল অধ্যায়, আবূ দাউদ : কিতাবুস সুন্নত ; তিরমিযী, নযুলে ঈসা (আঃ) প্রভৃতি] কয়েকজনের স্পষ্ট অভিমত নিম্নে উধৃত হইল।

ইবনে জরীর তাবারী বলেন,

واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال : معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الي لتواتر الاخبار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ينزل ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث فى الارض ثم يموت ٠

"ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফিকা".. আয়াতের তফসীর সম্পর্কে আমাদের নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা এই যে, উহার অর্থ হইবে—আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে (ঈসাকে) পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া আমার নিকট তুলিয়া আনিব। এই অর্থকে বিশুদ্ধতমরূপে গ্রহণের কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বহু সূত্রে বর্ণিত এই মর্মে মুতাওয়াতের হাদীস আসিয়াছে যে, ঈসা ইবনে মরয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তৎপর দাজ্জালকে কতল

www.ahlehadeethbd.org

করিবেন, তারপর কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানের পর মারা যাইবেন।

হাফিষ ইবনে আবী হাতিম মুহাদ্দিস (মৃত্যু ৩২৭ হিঃ) "ইন্নি মুতওয়াফ্ফিকা" এর তফসীরে বলেন,

يعني وفاة النوم رفعه الله في منامه •

অর্থাৎ নিদ্রার ওফাত, আল্লাহ তাহাকে নিদ্রার অবস্থায় তুলিয়া নেন।

চতুর্থ শতকের বহু বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং নির্ভরযোগ্য ইমাম **আবূ বকর আজুরী** শরীঅতের মূলনীতি ও আকীদা সম্পর্কে তাঁহার লিখিত মশহুর গ্রন্থ "কিতাবুশ্ শরীঅতে" বলেন,

الايمان بنزول عيسي بن مريم حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال

ন্যায় বিচারক রূপে ঈসা ইবনে মরয়মের অবতরণ এবং তৎকর্তৃক সত্যের প্রতিষ্ঠা ও দাজ্জালকে কতল করণ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের একটি অঙ্গ। (৩৮০ পৃঃ)

তাঁহার এই অভিমতের পৃষ্ঠ পোষকতার বহু হাদীস পেশ করার পর তিনি বলেন,

فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود ثم يموت عيسى عليه السلام •

সুতরাং ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং মুসলমানগণ ইয়াহুদগণকে নিহত করিবে, তৎপর হযরত ঈসা (আঃ) মারা যাইবেন।

দার্শনিক মুফাসসির **ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী** (৫৪৩—৬০৬ হিঃ) তাঁহার তফসীরে কবীরে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,

وقد ثبت الدليل انه حي وورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك •

দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত হইল যে, হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক এই তথ্য পৌঁছিয়াছে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন) যে, তিনি অবতরণ করিবেন, দাজ্জালকে কতল করিবেন এবং হত্যা কার্য্য সাধনের পর আল্লাহ তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবেন [২য় খণ্ড, ৬৮৯ পৃঃ]

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ কর্তবী তদীয় তফসীরে বলেন,

الصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة

সহীহ কথা এই যে, আল্লাহ তা'লা ঈসাকে (আঃ) বিনা মৃত্যুতে ঊর্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। [তফসীর আবিস সউদ কবীর সহ ৩য় খণ্ড, ৫০ পৃঃ]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ "আল জওয়াবুস সহীহ লেমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ" তে বলেন,

وقد اخبر ان المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل الى الارض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل مسيح الضلالة وهذا هو الذى تنتظر اليهود ...

"এ কথার সংবাদ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, মরয়মের পুত্র ঈসা মসীহ—যিনি হেদায়তের মসীহ পূর্ব দামেস্কের শুভ্র স্তম্ভের উপর পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং গোমরাহীর মসীহকে হত্যা করিবেন—এই গোমরাহীর মসীহের জন্য ইয়াহুদরা অপেক্ষমান রহিয়াছে, তাহারা মরয়মের পুত্র ঈসার (আঃ) অবতরণকে অস্বীকার করে।" (১ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃঃ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া পুনরায় বলেন,

انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقي دينا الا دين الاسلام ويؤمن به اهل الكتاب اليهود النصارى كما قال تعالى : وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح قبل موت المسيح وقال تعالى : وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها •

www.ahlehadeethbd.org

"হযরত ঈসার (আ) কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ ঘটিবে, তিনি গোমরাহীর মসীহ অর্থাৎ দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, ক্রুশ ভাঙিয়া ফেলিবেন, শূকরকে হত্যা করিবেন, ইসলাম ছাড়া তখন অন্য কোন ধর্ম থাকিবে না এবং সমুদয় আহলে কিতাব ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে; যেরূপ আল্লাহ বলিয়াছেন, গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন কেহই রহিবে না যে, হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে না। (ইবনে তয়মিয়াহ বলেন) তাঁহার মৃত্যুর অর্থ মসীহের মৃত্যু ইহাই সঠিক অর্থ. গ্রন্থধারীদের মৃত্যু নয়। আরও আল্লাহ বলিয়াছেন হযরত ঈসার (আঃ) আগমন কিয়ামতের লক্ষণ, সে বিষয়ে তোমরা সন্দিগ্ধ হইওনা। [আল জওয়াবুস সহীহ, ৩৪১ পৃষ্ঠা দেখুন ঃ মরহূম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর "নবুওতে মোহাম্মদী" ৩১৪—১৬ পৃঃ]

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম "আল কাসীদাতুন নূনিয়া" তে বলেন,

وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى
حقا اليه جاء فى الفرقان .

হযরতের সশরীরে মি'রাজের মতই আল্লাহ ঈসা (আঃ) রুহুল্লাহ্‌কে নিশ্চিতরূপে ঊর্ধ্বে তুলিয়া নিয়াছেন—যেরূপ কোরআনে আসিয়াছে। (৬৬ পৃঃ)

অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে তিনি লিখিয়াছেন,

واليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف
ينزل كى يرى بعيان اوصى بها اشيا خنا
اشيا خهم فاحفظهما بيديك والاسنان .

আল্লার দিকে হযরত ঈসাকে (আঃ) সত্য সত্যই তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, (কিয়ামতের পূর্বে) অবশ্যই তিনি অবতরণ করিবেন, তাঁহাকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা যাইবে—আমাদের উস্তাদগণকে তাঁহাদের উস্তাদগণ এই কথা অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং (রসূলুল্লাহ্‌র মি'রাজ এবং হযরত ঈসার সশরীরে আকাশে উত্তোলন) এই দুই কথাকে হাতে দাঁতে হেফাযত করিয়া রাখ। [২৯ পৃঃ]

বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস **হাফিয ইবনে কসীর** তদীয় তফসীরের ১ম খণ্ড ৩৬৬ পৃ এবং ৫৭৪—৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং তদীয় "বেদায়া ওয়ান নেহায়ার" ২য় খণ্ড ৯১—৯৬পৃষ্ঠায় হযরত ঈসার (আঃ) আকাশে উত্তোলন এবং পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। উৎসাহী পাঠক প্রয়োজন বোধে দেখিয়া লইবেন।

হাফিয **ইবনে হজর আস্কালানী** বলেন,

الصحيح ان عيسى رفع الى السماء
وهو حيى .

সত্য কথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে উত্থিত হইয়াছেন এবং তিনি জীবিত রহিয়াছেন। [গায়াতুল মা'মূল [৫ম খণ্ড] ৩৮২ পৃ]

ইমাম শওকানী তদীয় তফসীর ফতহুল কদীরে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন [১ম খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ]

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী লিখিয়াছেন,

اور حضرت عيسى نازل هوكر دجال
كو قتل كرينگے' ليكن جب عيسى عليه
السلام وفات...پاينگے...

এবং হযরত ঈসা আঃ [আকাশ হইতে] অবতরণ করিয়া দাজ্জালকে কতল করিবেন...কিন্তু যখন তিনি মারা যাইবেন ..[খাইরে কসীর, ৩৫০ পৃঃ]

পাক-ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে আহলে-হাদীসের সরতাজ **আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন** মুহাদ্দিস দেহলভীর সুপ্রসিদ্ধ ফাতাওয়ায় নাযীরিয়াতে বলা হইয়াছে,

جو شخص حضرت عيسى عليه السلام
كى موت كا قائل هے وه بڑا دجال كذاب
منكر قرآن واحاديث متواتره كا هے -
بالجمله جميع اهل سنت والجماعت
كا يهى عقيده هے كه حضرت عيسى عليه
السلام زنده هيں اور جو شخص انكى
حيات كا منكر هے اور مثل يهود مردود
كے قتل هو نيكا يا خود بخود فوت
هو نيكا قائل هوا ايسے شخص كے كفر
ميں كوئى شبه نهيں .

হযরত ঈসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন—এই কথা যে বলে এবং এই অভিমত পোষণ করে সে ব্যক্তি মস্তবড় দাজ্জাল, কায্‌যাব. কুরআনের অমান্যকারী এবং মুতাওয়াতের (বহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসের) অস্বীকারকারী। ফল কথা, সমগ্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইহাই আকীদা যে, হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে এবং ইহাহুদ মরদুদদের ন্যায় তাঁহার ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা সমর্থন করে এইরূপ লোকের কুফরী সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। [আল-ঈমান ওয়াল আকায়িদ অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা] অন্যান্য আহলে হাদীস আলেমগণের অভিমত আগামী সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে—ইনশা আল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org

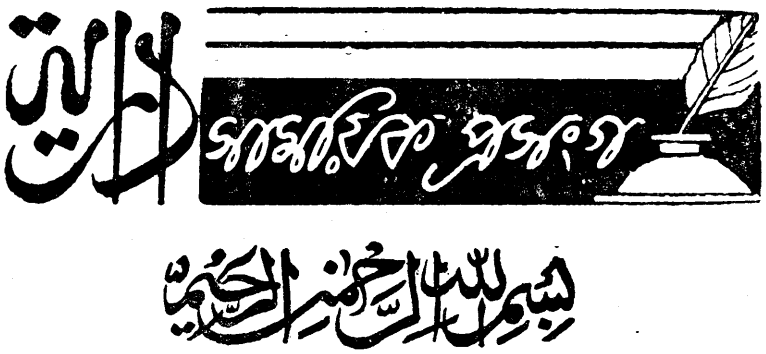

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

"প্রত্যেক দল নিজ চিন্তাধারায় বিভোর"

—আল্-মুমিনূন, ৫৩ এবং আর্-রূম, ৩২।

ধার্মিক আকাঙ্খা করে, সকলেই ধার্মিক হউক। কমিউনিষ্ট কামনা করে, সারা জগৎ কমিউনিষ্ট হউক। নবী সঃ-র সুন্নাত পালনকারী ইচ্ছা করে যে, সকলে নবী সঃ-র সুন্নাত পালন করুক। আর বিদ্'আতী চায় যে, সকলে তার বিদ্'আত গ্রহণ করুক।

তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য রঙে রঞ্জিত ও পাশ্চাত্য ঢঙে দীক্ষিত, ইসলামী শিক্ষা কৃষ্টি লাভে বঞ্চিত একদল মুসলিম ইসলামকে পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছাঁচে ঢেলে পাশ্চাত্য সাজে সজ্জিত করার হীন মতলব লইয়া ইসলামী নীতি ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে নানাভাবে বেপরোওয়া আক্রমণ চালিয়ে যেতে কৃত-সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখা যায়। ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরণের আক্রমণ আজ নূতন নয়—রসূলুল্লাহ সঃ-র যামানা থেকেই এক দল লোক নিজেদের মুসলিম রূপে দাবী ও ঘোষণা করে ইসলাম ধ্বংস ও মুসলিম নিধন যজ্ঞ চালিয়ে আসছে।

বর্তমান কালের এই পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ মনীষীদের কেহ কেহ আরবী ভাষা কিছুটা জানলেও কুরআনের বিশুদ্ধ তফসীর, হাদীসের খাঁটি ব্যাখ্যা ও ইসলামী শাস্ত্রসমূহ সম্পর্কে তাঁদের প্রায় সকলেরই জ্ঞান একেবারে মাশা-আল্লাহ। এমন না হলে কি আর ইসলামের দুঃখ দুর্দশা দেখে অন্তরে দরদ উথ্লে উঠতে পারে? তাঁদের মতে যাঁরা ইসলামের আদেশ নির্দেশগুলো কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে তারা হচ্ছে গোঁড়া, অন্ধ, অর্বাচীন, আরও কত কি! পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেরা, যাঁরা ইসলামের নিশ্চিত ও সর্ববাদী-সম্মত আদেশ নির্দেশকে পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে থাকেন—এমন কি রসূলুল্লাহ সঃ-র বাহ্যিক রূপটিকে পর্যন্ত ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে চলছেন তাঁরাই হচ্ছেন ইসলামের অলী অভিভাবক। এই সব হাতুড়ে আলিমদের পাল্লায় পড়ে ইসলামের দুর্দশার এক শেষ হতে চলেছে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'যে স্থান মাড়াতে ফিরিশ্তারাও ভয় করে সে স্থানে না কি কারা অম্লানবদনে ঢুকে পড়েন।' ইসলামী বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কে এ কথাটি বর্তমানে বেশ খাটে।

এই আধুনিক মুসলিমের দল সংস্কার ও সংস্কৃতি নাম দিয়ে ইসলামের মধ্যে যে সব অনৈসলামিক ব্যাপার ঢুকাতে চায় সঙ্গীত বা গান তার মধ্যে একটি। সংগীত বা গান এবং আবৃত্তি বা পাঠ এক জিনিস নয়। কোন কবিতা বা কোন গদ্যাংশ যখন কেবলমাত্র স্বরযোগে পাঠ করা হয় এবং যখন তাতে তাল-মান-লয় ইত্যাদি অনুসৃত না হয় তখন তা হয় আবৃত্তি, পাঠ, কিরা'আত, তিলাওৎ ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পক্ষান্তরে, কোন কবিতা যখন সুঃ-সংযোগে তাল-মান-লয় প্রভৃতি সহকারে পাঠ করা হয় তখন তা হয় সংগীত, গান, গিনা' ইত্যাদি। ইসলামে আবৃত্ত অনুমোদিত কিন্তু সংগীত নিষিদ্ধ। পয়-গম্বরগণ বিভিন্ন যুগে আল্লার কালাম আবৃত্তি ক'রে তিলাওৎ ক'রে শুনিয়েছেন। আল্লার কালাম সংগীত নয়—তাই কোন পয়গম্বর তা গে'য়ে শোনাননি।

সম্প্রতি ইসলামী মার্কযুক্ত একটি কিশোর পত্রিকায় হযরত দাউদ আঃ-র 'কাহিনী' প'ড়ে স্তম্ভিত হলাম। 'কাহিনী' আর 'জীবনী' এক জিনস নয় তা আমরা বুঝি। আমরা জানি যে, 'জীবনী' হ'য়ে থাকে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর 'কাহিনী' সাধারণতঃ থাকে 'কল্পনা' ভিত্তির উপরে রচিত। কিন্তু কোন নবীর 'কাহিনী' বলতে তাঁর 'জীবনী' বুঝানোই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয়, হযরত দাউদ আঃ সম্বন্ধে উক্ত কাহিনীটি খাঁটি 'কাহিনীই' হয়েছে—'জীবনী' মোটেই হয় নি।

কাহিনীটির প্রথমেই গানের জয় জয়কার করা হ'য়েছে যথাসাধ্য বলিষ্ঠ ভাষায়। বলা হ'য়েছে—

"সুর দিয়ে মানুষ বলে কথা।
আর সুর দিয়ে গায় সে গান।
কথা শোনে মানুষ কান দিয়ে।
আর গান শোনে মানুষ মন দিয়ে।
শব্দ ঢোকে তাই কানে, আর গান ঢোকে তাই মনে।
শব্দ জোগায় যুক্তি। গান জোগায় অনুভূতি।
যুক্তি আর অনুভূতি মিলে কথা কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মরমে।"

আর যায় কোথা! বালক-বালিকার দল, কিশোর-কিশোরীর দল, ছাত্র ছাত্রীর দল সব লেগে যাও গান চর্চায়। আর শিক্ষক মহোদয়েরা, আপনাদের সকল প্রকার শিক্ষা দিতে হবে গানে—নইলে ছাত্র ছাত্রীরা আপনাদের কথা 'মন দিয়ে' শুনবে না; আপনাদের কথা তাদের 'মনে' ঢুকবে না। আর আপনাদের কথা তাদের অন্তরে কোন 'অনুভূতি' জাগাবে না ব'লে তা তাদের 'মরমে' প্রবেশও করবে না। এত দিনে বুঝা গেল, ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ায় কেন মনোযোগ দেয় না! চমৎকার আবিষ্কার! শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীদের এখন থেকে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে 'গানে' অঙ্ক শিক্ষা দিতে হবে গানে; ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষা দিতে হবে গানে। ফল কথা প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে কেবল গানে আর গানে। তবেই গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা 'মন দিয়ে' লেখা পড়া করবে।

হযরত দাউদ আঃ র জীবনী বলতে গিয়ে আগাগোঁড়া সুর ও গানেরই প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। একেই বলে 'ধান ভানতে শীবের গীত গাওয়া।'

তারপর লেখা হয়েছে, "পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে হযরত দাউদকে আল্লাহ দিয়েছেন (?) ধর্ম-সংগীত।"

পাঠক হয়তো ভাবছেন, এমন কথা কুর-আনের কোথায় আছে? শান্ত হউন। সব রহস্য প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

"আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম 'যাবূর'।

প্রত্যেক খাঁটি মুসলিম এই ঈমান রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আঃকে যেমন দিয়েছিলেন 'তাওরাৎ' গ্রন্থ, হযরত ঈসা আঃকে যেমন দিয়েছিলেন 'ইন্‌জীল' গ্রন্থ, হযরত মুহম্মদ সঃকে যেমন দিয়েছিলেন 'কুরআন' গ্রন্থ, তেমনি হযরত দাউদ আঃ-কে দিয়েছিলেন 'যাবূর' গ্রন্থ। অর্থাৎ হযরত দাউদ আঃকে যে গ্রন্থটি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন তারই নাম হচ্ছে 'যাবূর'।

আরবী-ইসলামী অভিধানে 'কুরআন' শব্দের অর্থ যেমন 'পঠিতব্য' তেমনি 'যাবূর' শব্দের অর্থ 'গ্রন্থ'। তারপর 'কুরআন' শব্দটি ইসলামে যেমন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নামবাচক বিশেষ্য (Proper noun) রূপে ব্যবহৃত হয় তেমনি 'যাবূর' শব্দটিও নাম বাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। আল্লামা পিকথল সাহেব কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদে যে সব ম রাত্মক ভুল করেছেন তার মধ্যে 'যবূর' শব্দটি একটি। 'কুরআন' শব্দের অনুবাদ Readable 'পঠিতব্য' না ক'রে তিনি 'কুরআন'ই রেখেছেন। কাজেই 'যাবূর' শব্দট নাম বাচক বিশেষ্য পদ হওয়ায় তার অর্থ 'যাবূর' রাখাই তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি 'যাবুর' শব্দ ব্যাপারে খৃষ্টানত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে না পে'রে যাবুর' এর ইসলামী অর্থ 'যাবুর' না লিখে তার খৃষ্টানী তাৎপর্য Psalms লিখে ফেলেছেন। তিনি যদি তাঁর খৃষ্টানী বিদ্যার উপর নির্ভর না করে ইসলামী কিতাবাদি দেখতেন তা হ'লে তাঁর এ ভুল হ'ত না তারপর Psalm এর অর্থ অভিধানে দেয়া হয়েছে—'স্তোত্র', 'শ্লোক', 'ধর্ম-সংগীত' ইত্যাদি। তাই গানে-পাওয়া লেখক 'স্তোত্র' বা 'শ্লোক' অর্থ গ্রহণ না করে লিখে ফেললেন, ধর্ম-সংগীত। সব গলত্ এখানে—প্রথম গলত্ ইংরাজী অনুবাদে, তারপর ডবল গলত্ ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে।

ইসলামী পরিভাষায় 'যাবুর শব্দের যে অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হ'য়েছে তা হ'চ্ছে এই—

সর্বজন মান্য ইসলামী অভিধান 'মাজমা'উল্-বিহার' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

اَلزَّبُوْرُ كُلُّ كِتَابٍ فِيْهِ حِكْمَةٌ

অর্থাৎ জ্ঞান-গর্ভ বাণী-সম্বলিত যে কোন গ্রন্থকেই যাবুর বলা যেতে পারে।

'যাবুর' যখন শ্রেণীবাচক বিশেষ্য পদ হয় তখন তার অর্থ হচ্ছে—উল্লিখিত প্রকার যে কোন গ্রন্থ। কিন্তু যখন বলা হয়

فِيْ زَبُرِ دَاوُدَ

(যিবর এক-বচন) = 'দাউদের যিব্রে' তখন অর্থ হয়

اَىْ فِىْ كِتَابِهٖ وَهُوَ الزَّبُوْرُ

= তাঁর গ্রন্থ; আর ঐ গ্রন্থটি হচ্ছে যাবুর'।

আর যখন বলা হয়

فِيْ زُبُرِ دَاوُدَ

(যুবুর বহু বচন) = 'দাউদের যবু গুলিতে' তখন অর্থ হয়—

صُحُفُهٗ وَالْمُرَادُ اَيْضًا الزَّبُوْرُ

= তাঁহার সহীফা বা পুস্তিকাগুলিতে এবং তারও তাৎপর্য যাবুর গ্রন্থটি'।

জগদ্বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ 'কামূস'-এ

وَالزَّبُوْرُ الْكِتَابُ بِمَعْنَى الْمَزْبُوْرِ

زُبُرٌ وَكِتَابُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অর্থাৎ 'যাবুর' শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত। যখন শ্রেণী বাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ হয় 'কিতাব'—'যাবুর'কে মাযবুর' বা 'লিখিত' অর্থে গ্রহণ ক'রে উহার বহু বচন 'যুবুর'। আর যখন নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun) রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা হয় দাউদ আঃ-র গ্রন্থের নাম।

কাজেই দেখা যায় 'যাবুর' শব্দের ইসলামী অথবা আরবী অর্থে কোথাও সংগীতের সঙ্গে 'যবুর' এর কোনই সংস্রব নেই।

জনাব পিকথল সাহেবের ভ্রান্ত ইংরেজী অনুবাদের ভ্রান্ততর বাংলা অনুবাদ ক'রে লেখক আল্লাহ তা'আলাকে দিয়ে হযরত দাউদ আঃ কে দেওয়ালেন সংগীত, আর দাউদ আঃকে দিয়ে ঐ সংগীত পরিবেশন করালেন দুনিয়াতে। সংগীতের ছেদ এখানেই

www.ahlehadeethbd.org

পড়ল না। গানে পাওয়া লেখক ঐ সংগীত গাওয়ালেন 'আকাশকে' দিয়ে, 'বাতাসকে' দিয়ে, 'গিরিমালাকে' দিয়ে, 'পাখীকুলকে' দিয়ে, 'নদীকে' দিয়ে, 'সমুদ্রকে' দিয়ে—এক কথায় সারা জগৎকে দিয়ে। এত ক'রেও লেখকের তৃপ্তি হল না। তাই কাহিনীর শেষে আর এক প্রস্ত সংগীতের কীর্তন ক'রে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

"যেমন সংগীতে, তেমনি বীরত্বে, আবার তেমনি ইবাদতে হযরত দাউদ ছিলেন অতুলনীয়। এই তিনটি মহৎ (?) গুণের একত্র সমাবেশ হ'য়েছিল তাঁর জীবনে।"

অর্থাৎ ওহে বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীর দল, সংগীত হচ্ছে এক নম্বর মহৎ গুণ আর দুই নম্বর মহৎ গুণ হচ্ছে বীরত্ব। কাজেই তোমাদেরে সংগীত চর্চা করতেই হবে। ছাই লেখাপড়! ছেড়ে দাও লেখাপড়া—এর কোনই প্রয়োজন নেই। প্রথমে শিক্ষা কর সংগীত। তারপর দুই নম্বর মহৎ গুণ—বীরত্ব লাভ করবার জন্য লেগে যাও খেলাধুলায়। কী চমৎকার আবেদন!

গান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখকের দাবী মতে সংগীত যদি বাস্তবিকই একটি মহৎ গুণ হতো তা হ'লে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্ব শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ সঃকে নিশ্চয় সংগীত শিক্ষা দিতেন এবং তাঁকে সংগীত গ্রন্থাদিও নিশ্চয় দিতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর কোনটিও করেন নি। কাজেই লেখকের মতে হযরত মুহম্মদ সঃকে আল্লাহ তা'আলা একটি মহৎ গুণ থেকে বঞ্চিত করার ফলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হ'তে পারেন না। হযরত মুহম্মদ সঃকে গান দেওয়া তো দূরের কথা—আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কবিতা রচনা করারও ক্ষমতা দেন নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই—আর তা তার পক্ষে সাজেও না।" [—য়াসীন, ৬৯।]

কাজেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, সংগীত সৎ লোকের কাজ নয়॥

তারপর লেখকের দাবী মতে গান ছাড়া যদি অনুভূতি নাই জাগে এবং গান ছাড়া যদি কোন কথা মরমে প্রবেশই না করে তা হ'লে হযরত মুহম্মদ সঃর গুরু কুরআন তিলাওতের ফলে সমগ্র আরবে তোলপাড় হয়েছিল কী ক'রে? কী ক'রে গদ্য তিলাওৎ জাগিয়েছিল ঐ অপরূপ অনুভূতি, প্রেরণা ও উন্মাদনা যার দরুণ লোকে সাত পুরুষের ধর্ম ত্যাগ ক'রে ইসলাম গ্রহণ করেছিল? শুধু কি তাই? অমানুষিক অত্যাচার ও অসহ্য যাতনা দেওয়া সত্বেও তারা কিছুতেই ত্যাগ করে নি ঐ ইসলাম। এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, লেখক গানের যে মহিমা কীর্তন করেছেন তা সর্বৈব ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক।

তারপর কাহিনীটিতে হযরত দাউদ আঃ সম্বন্ধে যা যৎসামান্য লেখা হ'য়েছে তাও বিকৃত কাহিনী মাত্র। যথা, "হযরতের প্রাণনাশের জন্য দুই জন শত্রু ঢুকে পড়ল সেই কামরাতে দেয়াল টপ্‌কে। ..... তারা এক কাহিনী বানিয়ে ফেল্‌লো।"

আবার অনুবাদে গলত্॥ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ ....

فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ

"বিবদমানদের সংবাদ কি তোমার নিকট এসেছে?—তারা যখন উপর তলায় অবস্থিত ইবাদত খানায় উঠেছিল—তারা যখন দাউদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। অনন্তর দাউদ তাদের থেকে সন্ত্রস্ত হ'লে তারা বলেছিল, "ভয় করবেন না। আমরা দু জন বাদী-বিবাদী....."—সাদ ২১ ও ২২।

www.ahlehadeethbd.org

জনাব পিকথল সাহেবের তরজমা—Surah XXXVIII

22. And hath the story of litigants come unto thee ? ... .

23, How they burst in upon David, and he was afraid of them. He said : Be not afraid ! (We are) two litigants.

'বিবদমান' 'Litigants' বলতে এমন দু পক্ষকে বুঝায় যাদের একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হয়ে থাকে। আয়াতে বর্ণিত দু জনও একে অন্যের প্রতিপক্ষ বিধায় শত্রু নামে আখ্যাত হ'তে পারে। কিন্তু লেখক তাদেরে বানিয়ে ফেলেছেন হযরত দাউদ আঃ-র শত্রু। বলা বাহুল্য, তথ্যদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী তফসীরকারদের মতে ঐ দুই জন ছিলেন ফিরিশতা—তাঁরা মানুষ ছিলেন না। আর লেখক এমন দলের লোক যারা ফিরিশতাদের আগমন মানতে নারায। তাই তাঁকে একটা কিছু বানাতে হয়েছে।

তারপর লেখকের কথামত "চার দিকে সতর্ক প্রহরী" থাকতে "হজরতের প্রাণনাশের জন্য দুই জন শত্রু ঢুকে" কী করে? তাও আবার 'দেয়াল টপকে'। তবে কী হযরত দাউদ আঃ-র ঐ ঘরের ছাদ ছিল না? প্রহরীরা ওদেরে কেন ঠেকাল না? ইত্যাদি প্রশ্নের জওয়াব লেখক কী দিবেন? কিছু বানিয়ে বলবেন নিশ্চয়ই।

তারপর আয়াতে এমন কিছু তো বলা হয় নি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তারা 'এক কাহিনী বানিয়ে' ফেলেছিলো। এও লেখকের একটা বানানো কাহিনী বটে।

এই পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ মনীষীরা ইসলামে আর একটি সংস্কার করতে চান। তা হচ্ছে নবী অলীদের অলৌকিকতায় অবিশ্বাস। তাঁরা বিড়ি-খেকো শামসু ফকীরের অলৌকিকতা জোরে শোরে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না—বে নামাযী, গাঁজাখোর, ন্যাংটা ফকীরের চরণ ধুলি মাথায় নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে ইতস্ততঃ করবেন না—কিন্তু যখনই কোন পরগম্বরের মহিমার কথা অথবা কোন আল্লাহওয়ালা অলীর কারামতের কথা কুরআন মজীদে অথবা সহীহ হাদীসে আসে তখনই তাঁরা তার প্রতিবাদে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন—তখনই তাঁরা সমুদ্রে জোয়ার ভাটার খেলায় ফির'আউনকে ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মারতে চান—যেন সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হওয়ার কথা ফির'আউন জানতোই না; তাই মরতে গেলো ঐ জোয়ার ভাটায় পড়ে। সম্ভবতঃ আমাদের এই 'কাহিনী' লেখক ঐ পথেরই পথিক। তাই তিনি হযরত দাউদ আঃ-র কাহিনীতে ফিরিশতার আগমনের কথা বেমালুম হযম ক'রে ফেলেছেন। তাই তিনি হযরত সুলাইমান আঃ র কাহিনীতে হযরত সুলাইমান আঃ-র মিস্ত্রীদের দিয়ে বিল্‌কীসের সিংহাসনের অনুরূপ একটি সিংহাসন বানিয়ে ফেলেছেন। আর তাই তিনি 'ভক্তদের কাছ থেকে আহার্য পৌঁছিয়েছেন 'মরিয়মের কামরায়'।

রাণী বিলকীসের সিংহাসন, হযরত মরিয়মের নিকট আগত আহার্য এবং হযরত যাকারীয়া আঃ-র পুত্র প্রার্থনা সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে বিবরণ দেয়া হ'য়েছে তা এখন বলছি। পাঠক দেখে নেবেন, কুরআন মজীদের দেয়া বিবরণকে কী ভাবে বিকৃত ক'রে তার জায়গায় কাল্পনিক ভিত্তিহীন কাহিনী পরিবেশন ক'রে আমাদের মুসলিম ছেলেমেয়েদের আকায়িদ নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সূরা 'আন-নামল,' ৩৮—৪১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

৩৮। সে (সুলাইমান) বলিল, "ওহে সভাসদ বর্গ, আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় আমার কাছে তাদের আগমনের পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (বিল-কীসের) সিংহাসনটি আমার নিকট আনবে?"

৩৯। এক জন বিরাটকায় 'ইফ্‌রীত জিন্ন বললো, "এই মজলিস থেকে আপনার উঠবার আগে আমি আপনার নিকট তা আন্‌তে পারি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয় ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত।"

৪০। যে লোকটির কাছে কিতাবের ইল্‌ম ছিল সে বল্‌লো, "আপনার চোখের পলক দ্বিতীয় বার পড়ার আগেই আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসছি।" অনন্তর সে (সুলাইমান) যখন তাঁর নিকটে তা অবস্থিত দেখল তখন সে বল্‌লো, ...।

৪১। সে (নিজ লোকদের) বললো, "তার সিংহাসনটির রূপ অজানা-অচেনা ক'রে ফেল... ... ..."

জনাব পিকথল সাহেবের তরজমা—

Surah XXVII. The Ant.

38. He said: O chiefs! Which of you will bring me her throne before they come unto me surrendering?

39. A stalwart of the jinn said: I will bring it thee before thou canst rise from thy place. Lo! I verily am strong and trusty for such work.

40. One with whom was knowledge of the Scripture said: I will bring it thee before thy gaze returneth unto thee. when he saw it set in his Presence, (solomon) said ... .

41. He said: Disguise her throne for her ... ...

রাণী বিলকীসের বিশাল বিরাট সিংহাসন মুহূর্ত মধ্যে সুদূর য়ামান থেকে সিরিয়াতে এনে হাযির করা কোন মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? কাজেই লেখক এ ব্যাপার হযম ক'রে নূতন একটা সিংহাসন গড়ে ফেলেছেন। খাঁটি সুন্নী মুসলিম বলবে যে, তা ছিল ঐ লোকটির 'কারামত'। আর আওলিয়ার কারামত বাস্তব সত্য ব'লে আমরা বিশ্বাস করি।

তারপর হযরত মর্‌য়মের নিকট আহার্য আসার কথা। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আলু-'ইমরান' এর ৩৭—৩৮ আয়াতে বলেন—

৩৭। ...যাকারীয়া যখনই (মরয়মের) ইবাদাত-খানায় তার নিকট যেত, তখনই সে তার কাছে খাদ্য দেখতে পেত। [তাই একদা] সে বল্‌লো, "হে মরয়ম, এ সব তুমি পাও কোথা থেকে?' সে বললো, "এ সব [আসে] আল্লার নিকট থেকে। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ যাকে চান অভাবনীয় রূপে খাদ্য দেন।"

৩৮। তখনই সেখানেই যাকারীয়া তার রব্বের নিকট দু'আ করলো—বল্‌লো, "হে আমার রব্ব, তুমি আপন থেকে আমাকে একটি পাক-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি দু'আ শ্রবণকারী।"

জনাব পিকথল সাহেবের তরজমা—

Surah III. The family of 'Imran.

37. ... ...**Whenever** zachariah went into the sanctuary where she was, he found that she had food. He said: O Mary! Whence cometh unto thee this (food)? She answered: It is from Allah, Allah giveth without stint whom He will.

38. When zachariah prayed unto his Lord and said: My Lord! Bestow upon me of thy bounty goodly offspring. Lo! Thou art the Hearer of Prayer.

কুমারী মরয়ম হযরত যাকারিয়া আঃ-র তত্ত্বাবধানে—তখনও কিশোরী—তখনও তাঁর শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয় নি—তখনও তিনি পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে কখন ধ্যানে মগ্ন, কখন সাধনায় তন্ময় আর কখন ইবাদতে মশগুল—তখনও নিজেই ভক্ত আর শিক্ষা গ্রহণ করছেন হযরত যাকারীয়া আঃ-র কাছে। এমন সময়ে অতি বড় কল্পনাবাযও হযরত মরয়মের নিকটে ভক্ত জুটিয়ে দিতে সাহস করবে না। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

কী করা যায়! যেমন করেই হোক আওলিয়ার অলৌকিক ক্ষমতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতেই হবে। তাই এই কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে পারা যায় না। আচ্ছা, 'ঐ সব আহার্য' যদি 'ভক্তদের কাছ থেকেই আসত' তা হ'লে হযরত যাকারীয়া আঃ ঐ প্রশ্নটি করেছিলেন কেন? এ কথা তো হযরত যাকারী আঃ-র জানাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ 'ঐ সব আহার্য' যদি 'ভক্তদের কাছ থেকেই আসত' তা হ'লে হযরত মরয়ম সোজাসুজি তা বলে ফেললেন না কেন? শুধু তাই নয়—'আল্লার কাছ থেকে আসে' এই মিথ্যা কথা বলতে গেলেন কেন? তারপর হযরত মরয়মের ঐ উক্তিটির প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অর্থটিই অভিপ্রেত ছিল এবং হযরত যাকারীয়া আঃ প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি সেখানেই তখনই পুত্র লাভের জন্য দু'আ করেছিলেন।

হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বিলী ও আহলুল-হাদীস নিজেদেরে 'আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' সংক্ষেপে 'সুন্নী' ব'লে দাবী করেন। সুন্নীদের সর্ববাদী সম্মত আকীদা ও বিশ্বাস এই—

"পয়গম্বরদের দ্বারা যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে কুরআন মজীদে ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা বাস্তব ও খাঁটি সত্য। সেইরূপ আল্লার আওলিয়াদের দ্বারা যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে কুরআন মজীদে ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় তাও বাস্তব এবং খাঁটি সত্য।"

'হযরত মরয়মের নিকট 'গায়েব' থেকে খাদ্যাদি আসা তাঁর একটি কারামত ছিল।' এই হচ্ছে সুন্নী ঈমান।

তিনি কাহিনী যত খুশী ব'লে যান। কিন্তু আল্লার নামে বা কোন পয়গম্বর বা নেককার লোকের নামে যেন এই ধরণের উদ্ভট কাহিনী আর তিনি না বলেন—এই নিবেদন করে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি।

—০—

[এবার স্থানাভাবে জম্ঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার প্রকাশ করা সম্ভব হইল না—ইনশাল্লাহ আগামী সংখ্যায় বেশী করিয়া দেওয়া হইবে।—ম্যানেজার]

www.ahlehadeethbd.org